ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 October, 2023 ■ আগরতলা ৮ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ২০ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মত বিনিময় সভায় আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী

অপরাধীদের সাজা নিশ্চিত করতে পুলিশের সঙ্গে আরও সমন্বয়ের প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। আইনজীবীরা হলেন সমাজে মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার অন্যতম কারিগর। সত্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় আইনজীবীদের গুরু দায়িত্ব রয়েছে।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে প্রথম বারের মত সরকারি আইনজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের আইনমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের সরকারি আইনজীবীদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কোনো অংশে কম নয়। শুধুমাত্র প্রয়োজন তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতার সঠিক বাস্তবায়ণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পেশার মাধ্যমে মানুষকে সেবা করার বিরাট সুযোগ রয়েছে। সরকারি আইনজীবীদের নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করে তাদের পেশাকে উন্নত করারও সুযোগ রয়েছে। মতবিনিময় সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নত হয়েছে। উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্তকরণে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে আইনজীবীদেরও দায়িত্ব রয়েছে। সবার মিলিত প্রচেষ্টাতেই ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, সরকারি আইনজীবীরা পুলিশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে কাজ করলে অপরাধীদের সাজা পাবার হার আরও বাড়বে। রাজ্য সরকার রাজ্যের আদালতগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নে উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত আইন সচিব অসিত দেবনাথ।

দুর্নীতির অভিযোগে তহশিলদারকে সাসপেনশন করলো জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ অক্টোবর।। সরকারি পরিষেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও একাংশ সরকারি কর্মচারী পরিষেবার পরিবর্তে উল্টো জনগণকে ঠকিয়ে মোটা টাকা রোজগারে ব্যস্ত। সরকারি বেতনে নিজ সংসার প্রতিপালনে ব্যর্থ। অবৈধ ভাবে রাজ্যের অসহায় জনগণকে ঠকিয়ে সংসার প্রতিপালন করবে এটাই বর্তমান সময়ে একাংশ সরকারি কর্মচারীদের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ পেশায় রাতারাতি মোটা অংক কামিয়ে নিচ্ছেন অসাধু কর্মচারীরা আর তেমনটাই করতে গিয়ে একেবারে সাসপেনশনের মুখে পড়লো অসাধু তহশীলদার। অবৈধ ভাবে ভূয়ো দলিল বানিয়ে একজনের জায়গা অন্য জনের নামে হস্তান্তর করার অপরাধে সিপাহীজলা জেলাশাসক ৭ই অক্টোবর অর্থাৎ শনিবার দুপুর ৩:৩০ মিনিটে সোনামুড়া মহকুমা শাসক অফিসের বর্তমানে কর্মরত তশিলদার দীপ্তনু চক্রবর্তীকে সাসপেনশন করেন। এবং সাসপেনশন চলাকালীন অবস্থায় সোনামুড়া মহকুমা থেকে অন্য কোথাও রাজ্যের বাইরে না যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীপ্তনু চক্রবর্তী যখন মেলাঘর সার্কেলে কর্মরত ছিলেন তখন ২.৩ একর জমি ভূয়ো ডিট করে সোনামুড়া মহকুমার রাঙ্গামাটিয়া এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ দাসের ছেলে অনিল চন্দ্র দাসের নামে ২০১১ সালে ২/৩ একর জমির ভূয়ো দলিল বানিয়ে বলেন এই জমিটি নাকি আলী হোসেন মোল্লা বিক্রি করেছেন অনিল চন্দ্র দাসের কাছে অথচ আলী হোসেন মোল্লার মৃত্যু হয়েছে ২৩ বছর পূর্বে ১৯৮৮ সালে। জমির প্লট নাম্বার ২৪১২ খতিয়ান নম্বর ২০৯২ মৌজা বরদোওয়ার তহশীল দুর্লভ নারায়ণ সোনামুড়া সার্ব ডিভিশনের অন্তর্গত। অবৈধভাবে দীপ্তনু চক্রবর্তী ২০২০ সালে মিউটেশান ট্রান্সফার করেছেন যার এম আর আমার নাম্বার ২০২০১৭৮২৯ এই মিউটেশান পাশ দিয়েছেন সোনামুড়া মহকুমা অধীন মেলাঘরের ডেপুটি কালেক্টেড এন্ড ম্যাজিস্ট্রেট রতন ভৌমিক। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে সিপাহীজলা জেলা জেলাশাসক ড় বিশাল কুমার সাথে অক্টোবর অর্থাৎ শনিবার দুপুর ৩:৩০ মিনিটে সাসপেনশন করেন এবং এই সাসপেনশন কপি দেয়া হয়েছে রাজ্যের রেভিনিউ সেক্রেটারি সিপাহীজলা জেলাশাসক অফিসের রেভিনিউ সেকশন এবং সোনামুড়া মহকুমা শাসককে। এভাবে মোটা টাকার বিনিময়ে প্রতিনিয়ত একজনের জমি অন্যজনের নামে হস্তান্তর করে দিচ্ছে একাংশ সরকারি কর্মচারী যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাজ্যের অসহায় নাগরিকরা। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সমস্ত কিছুর তদন্তে রিপোর্ট দেখে সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিবাজ তহশিলদার দীপ্তনু চক্রবর্তীকে সাসপেনশন করেন।এই সাসপেনশন অর্ডার দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে মৃত আলী হোসেন মোল্লার পরিবারের সমস্ত সদস্যরা।এই বিষয়ে সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসক ড. বিশাল কুমারকে ধন্যবাদ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি করতে এসে আটক চোর ঃ ধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। চুরি করতে এসে জনতার হাতে আটক এক চোর। গতকাল রাতে রাজধানীর বনমালীপুর জোড়া পুকুর এলাকায় ওই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।পরবর্তী সময়ে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, রাতের আঁধারে রাজধানীর বনমালীপুর জোড়া পুকুর এলাকার বাসিন্দা হিমাংশু দেবের বাড়ির দেয়াল টপকে বাড়িতে ঢুকে এক ব্যক্তি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেলা কারাগার পদির্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। শনিবার কারামন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা কৈলাসহরস্থিত ঊনকোটি জেলা কারাগার পরিদর্শনে গিয়েছেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী শান্তনা চাকমার সাথে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, সহ অন্যান্য আধিকারিক। এদিন তিনি কারাগারে কয়েদিদের কোনো ধরনের অসুবিধা হচ্ছে কিনা এবং সময় মতো প্রতিদিন খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা সেইসব বিষয় কয়েদিদের সাথে কথাবার্তা বলে অবগত হয়েছেন। তাছাড়া জেলা কারাগারের পাকা ভবন বেশ পুরনো হবার ফলে কিছু অংশ প্রলেপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আফগানিস্থানে ভূমিকম্পে মৃত ১৪, আহত ৭৮

কাবুল, ৭ অক্টোবর (হি.স.): শক্তিশালী তীব্রতার জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ (আফগানিস্তানের সময় অনুযায়ী) আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। আফগানিস্তানের হেরাত, বাদঘিস, ফারাহ প্রদেশের বাসিন্দারা ভূকম্পন অনুভব করেন। ঘটনায় ১৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৭৮ জন। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রচুর বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে।হেরাত প্রদেশের জনস্বাস্থ্য পরিচালক মোহাম্মদ তালেব শহিদ এএফপিকে বলেছেন, ধ্বংসস্তূপের নীচে বহু মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা। উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। ভূমিকম্পে ১৪ জন নিহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে এটি চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, শনিবার দুপুরে আফগানিস্তানে ৬.১ এবং ৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতের সময় অনুযায়ী প্রথমে ১২.১১ এবং পরে ১২.৪২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই বহু মানুষ ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন।

কর বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। সম্পদ কর এবং বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে আজ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে সদর জেলা কংগ্রেস কমিটি। এদিন মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে। পরবর্তী সময়ে এক প্রতিনিধি দল আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন।

তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করে রাজ্যবাসীর কাঁধে অনৈতিকভাবে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এক লাফে আগরতলা পুরো নিগমের সম্পদ বৃদ্ধি যা কোনমতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সম্পদ কর বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা হোক।

চার বাংলাদেশী সহ আটক মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ অক্টোবর।। ভারত বাংলা সীমান্ত কাঁটা তার হওয়ার পরেও সুরক্ষিত নয়, তা আবারো প্রমান করে দিল চার জন বাংলাদেশীকে আটক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সীমান্তে কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কি করে বাংলাদেশী আনা গোনা সহ মানব পাচারের করিডোর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ভারত বাংলা সীমান্ত এলাকা গুলো তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। গতকাল গভীর রাতে ঋষ্যমুখ ব্লকের পুরাতন মতাই আশীষ মজুমদারের বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে চারজন বাংলাদেশীকে। সাথে বাড়ির মালিককেও আটক করা হয়েছে। ১০৯ নম্বর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও ঋষ্যমুখ ফাড়ি পুলিশের যৌথ অভিযানে আশীষ মজুমদারের বাড়ি থেকে এই চার জন বাংলাদেশীদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর জানতে পারে তাদের কাছে কোন বৈধ কাগজপত্র নেই। এরপর চার জন বাংলাদেশি সহ বাড়ির মালিক আশীষকে মতাই বিওপিতে নিয়ে আসার পর রাতেই ঋষ্যমুখ ফাঁড়ির পুলিশের হাতে চারজন বাংলাদেশীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টাইপেন্ডের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। স্টাইপেন্ড প্রদানের দাবিতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বি এড করা এস সি ক্যাটাগরির বহু ছাত্র-ছাত্রীরা।

তাঁদের অভিযোগ, জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীরা স্টাইপেন্ডের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্টাইপেন্ডের বদলে ছাত্র ছাত্রীদের মিলছে শুধু তারিখ। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে গত পাঁচ ধরে এই পরিস্থিতি চলছে। ফলে বিপাকে পড়েছে সরকারি উদ্যোগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে ৩৩ কেভি সাবস্টেশনের উদ্বোধন

বিদ্যুৎ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। সভ্যতার বিকাশে বিদ্যতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিদ্যতের সাহায্য ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আজ খোয়াই ব্লক সংলগ ইলেকট্রিক ডিভিশন কমপ্লে' প্রাঙ্গণে ৩৩ কেভি সাবস্টেশন ও দ্বিতল কন্ট্রোল রুম ভবনের উদ্বোধন করে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে মূলত গ্যাসভিত্তিক বিদ্যৎ প্রকল্প রয়েছে। আগামীদিনে গ্যাস, কয়লা ফুরিয়ে এলে বিকল্প পদ্ধতিতে যাতে বিদ্যৎ উৎপাদন করা যায় তার চিন্তা ভাবনা এখন থেকেই শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, ভারতে ২০৩০ সালের মধ্যে সৌরশক্তির সাহায্যে যাতে ৫ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যৎ উৎপাদন করা যায় সেই লক্ষ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক অবক্ষয়

হাসপাতালের বেডে সঙ্কটাপন্ন পিতাকে রেখে চলে গেলেন পাষন্ড ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। সামাজিক অবক্ষয়ের আরও এক নজির নজরে এলো। হাসপাতালের শয্যায় ছেলের অপেক্ষায় বসে আছে পিতা। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। শারীরিক শক্তি হারিয়ে ছেলের কাছে বৃদ্ধ পিতা আজ শিশু সমান। কিন্তু ছেলে করছে না পিতার চিন্তা। চিকিৎসকদের দাবি, সঙ্কটাপন্ন বৃদ্ধ বাবাকে হাসপাতালে রেখে চলে গেলেন পাষন্ড ছেলে। অসহায় পিতা রামরাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি। অসহায় পিতার নাম সুকুমার ঘোষ। বয়স ৭৩।

জানা যায়, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত রামরাইবাড়ী এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা সুকুমার ঘোষের শ্বাসকষ্ট হওয়ায় তার ছেলে বিরাজ ঘোষ পিতাকে নিয়ে রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। সুকুমার ঘোষকে তার ছেলে বিরাজ ঘোষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি রেখে চলে যায় বলে অভিযোগ। সুকুমার ঘোষের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক উনাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।রেফার করার পরেও সুকুমার ঘোষ রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে গেলো। কারন ছেলে হাসপাতালে বাবাকে দেখতে আর আসেনি। এতে করে চিকিৎসকরাও পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময় এই বিষয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জোলাইবাড়ী পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়।

এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান হাসপাতালের একজন কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সুকুমার ঘোষ সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা না পেলে মৃত্যুর মুখে ঢলে পরতে পারেন।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ৭ ◘ ৮ অক্টোবর ২০২৩ইং ◘ ২০ আশ্বিন ◘ রবিবার ◘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অস্থায়ী পদেও সংরক্ষণ!

সংরক্ষণ ইসুতে বিরোধীদল কংগ্রেস শাসক পক্ষকে ঘায়েল করিবার জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া পিছাইয়া পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ ইস্যুতে কংগ্রেস দল দেশজুরিয়া আন্দোলন সংগঠিত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটি বিরোধীদের অন্যতম নির্বাচনী হাতিয়ার বলিয়ায় তাহারা মনে করিতেছে। অন্যান্য প্রসাদ পদ জনগোষ্ঠীর ভোট আদায় করিবার কৌশল হিসেবেই সংরক্ষণ ইস্যুতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেছে বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মুখর হইয়া কংগ্রেস দল যখন সারা দেশেই আন্দোলন সংগঠিত করিতে শুরু করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি চাকরির পাশাপাশি অস্থায়ী কিংবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক পরিবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে তাহা বিরোধীদের রাজনৈতিক কৌশলকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে বলিয়া মনে করিতেছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

শুধু স্থায়ী সরকারি চাকরিতে নয়, অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ পাইবেন পিছিয়ে পড়ারা। সুপ্রিম কোর্টে জানাইয়া দিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সব মন্ত্রক এবং দপ্তরকে এই নির্দেশিকা কার্যকর করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে কেন্দ্র।এমনিতে স্থায়ী সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি , উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্তরা সংরক্ষণ পান। তবে অস্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে এমন নিয়ম বাধ্যতামূলক নয়। এবার মোদি সরকার জানাইয়া দিল, ঠিকা তথা অস্থায়ী সাময়িক নিয়োগেও সংরক্ষণ দেওয়া হইবে। কেন্দ্র জানাইয়াছে ৪৫ দিন বা তাহার বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ করা হইলে সেক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণ নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে হারে সংরক্ষণ দেওয়া হয়, অস্থায়ী নিয়োগেও সেই হারে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে।অস্থায়ী চাকরিতে সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছিল তফসিলি জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিই। সেই সুপারিশ মানিয়া নিয়াছে তাঁহারা। তবে লোকসভা ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত মাস্টারস্ট্রোক হইতে পারে। কারণ এখন বহু রাজ্যই খরচ কমাইতে সরকারি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে জোর দিতেছে। সেক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়ারা নিজেদের বঞ্চিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন।গোটা দেশে জাতিগত জনগণনাকে ইস্যু করিতে চাইতেছে বিরোধীরা। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ওবিসিদের বঞ্চনা নিয়া প্রচার শুরু করিয়া দিয়াছে। কেন্দ্রের এই নয়া সিদ্ধান্ত কিছুটা হইলেও বিরোধীদের সেই প্রচারের পাল্টা হাতিয়ার হইতে পারে কেন্দ্রের জন্য।

১০০ মেডেল ভারতের, "ইতিহাস গড়ল ভারত", মন্তব্য দ্রৌপদী মুর্মুর

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): ভারতের ১০০ মেডেল প্রাপ্তিতে সমগ্র ভারতীয় দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "এশিয়ান গেমসে প্রথমবার ১০০টি পদক জিতে ইতিহাস গড়ল ভারত! আমাদের খেলোয়াড়রা বহুল প্রতীক্ষিত ক্রীড়া-মাইলফলকে পৌঁছানোর জন্য অসাধারণ উৎসর্গ, দক্ষতা এবং চরিত্র দেখিয়েছে। সর্বোত্তম কৃতিত্বের জন্য সমগ্র ভারতীয় দলকে আন্তরিক অভিনন্দন!

জাতি আপনাদের প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গর্বিত। আমি আশা করি আপনি এগিয়ে যান এবং ভবিষ্যতে আরও উচ্চতর কৃতিত্ব অর্জন করুন।

এর আগে রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, "ভারতীয় পুরুষ হকি দল এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতে দেশকে গর্বিত করেছে। তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য দলকে অভিনন্দন! আসন্ন ইভেন্টগুলির জন্য ভারতীয় দলের সদস্যদের শুভেচ্ছা।"

স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি জড়িয়ে সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গনে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় অতীন্দ্রনাথ বসু ১৯২৬ সালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গনে।

সর্বজনীন দুর্গোৎসব আয়োজনের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য ছিল শক্তিপুজোর আরাধনার মধ্য দিয়ে বাংলার তৎকালীন যুবশক্তিকে সংগঠিত করা যারা তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

তৎকালীন দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতাবৃন্দ যথা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার , মাখনলাল সেন, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, কিরণ শঙ্কর রায় ও আরও অনেকে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

সমিতির মহিলা সদস্যগণ স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম সারিতে ছিলেন উর্মিলা দেবী, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ইলা সেন, শান্তি দাস, ইন্দিরা দেবী, বীনা দাস, কল্পনা দত্ত(যোশী) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।

এই পূজার প্রথম পূজারী ছিলেন ডাক্তার চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। প্রথম বর্ষে প্রতিমার রূপদান করে স্বর্গীয় নিতাই চন্দ্র পাল মহাশয়। প্রথম দিকে প্রচলিত মতে একচালায় প্রতিমা গড়া হয়। হোগলা পাতার ছাউনি দেওয়া পূজামন্ডপ তৈরী হতো। ১৯৩৯ সালে নতুনভাবে একই বেদীতে রেখে ৫ টি পৃথক চালচিত্র করা হয় ও প্রতিমাগুলিকে পৃথকভাবে স্থাপন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতিদ্বারা অতীনবাবুর এই কাজকে সমর্থন করেন। ওই বছর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন। দুর্গাপুজোয় এক বিরাট অন্নকূটের আয়োজন করা হতো। নেতাজী, শরৎচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য অনেকে এই অন্নকূটে সাধারণ দর্শকগণের সঙ্গে পংক্তি ভোজে অংশগ্রহণ করে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রথম দিকে সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমাকে খাদি বস্ত্র পরানো হতো। যে কারনে ব্যায়াম সমিতির প্রতিমাকে বিদ্বগ্ধ মহলে "স্বদেশী পুজো" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে সিমলা ব্যায়াম সমিতির বর্তমান সদস্য সদস্যারা তাঁদের পূর্বসূরীদের স্থাপন করা এই সমিতির ঐতিহ্য রক্ষায় আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর শুভ জন্মাষ্টমীর দিন সকালে সমিতির ৯৮ তম দুর্গোৎসবের মাতৃ প্রতিমার কাঠামো পূজা অনুষ্ঠিত হয় কালীঘাট মাতৃ মন্দিরে। ৯৮ তম বছরের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিমা নির্মানের গুরু ভার রয়েছে ভাস্কর সনাতন রূদ্র পাল মহাশয়ের হাতে।

অভিষেকের মঞ্চে এসে ক্ষমা চেয়ে যান মন্ত্রী', 'প্রস্তাব' তৃণমূলের

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): শনিবার কলকাতায় এলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি। দিল্লির কৃষি ভবনে যাঁর দফতরে গিয়ে গত মঙ্গলবার কয়েক ঘণ্টা বসে থেকেও 'দেখা পাননি' অভিষেকরা। তিনি কলকাতায় পৌঁছনোর আগেই বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তৃণমূলের উদ্দেশে খোলা 'প্রস্তাব' দিয়েছিলেন, শাসকদল চাইলে বিজেপি পার্টি অফিসে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে দাবিসনদ তুলে দিতে পারে।

মেঘনাদ সাহা: ভুলে যাওয়া এক তারার নাম

আবুল বাসার

কথায় বলে, মানুষ পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বেশি সত্য। বিজ্ঞানও প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। প্রায়ই দেখা যায়, বিজ্ঞান বর্ণনামূলক ক্ষেত্র থেকে ক্রমেই আরও নিখুঁত ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তত্ত্বের দিকে এগিয়ে যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম হাজারো উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। যেমন নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের কথাই ধরা যাক। বিজ্ঞানের জগৎ প্রায় তিন শতক বহাল তবিয়তে রাজত্ব করার পর একসময় দেখা গেল, তাতে কিছু ফাঁক আছে। প্রাকৃতিক কিছু ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে না তত্ত্বটা। কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিলছে না পর্যবেক্ষণের সঙ্গে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে সেই সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসেই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন আইনস্টাইন। এ তত্ত্বের কারণে আমাদের বিজ্ঞানের জগৎ এখন বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীতে যুক্ত হয়েছে নিত্য-নতুন অনেক কিছু। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সেগুলো মিলেছে খাপে খাপে। তেমনই কিছু ব্যাপার হলো, কৃষ্ণগহ্বর, মহাকর্ষ তরঙ্গ, মহাবিস্ফোরণ।

তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের এই কালান্তারে কিছু বিজ্ঞানী অগ্রদূত হলেও তাঁদের কথা সবাই মনে রাখেনি। সঠিক মর্যাদাও পাননি তাঁরা। তাঁদের কাজের যথাযোগ্য মূল্যায়নও হয়নি। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে। এরকম বিজ্ঞানীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তেমনি একজন আমাদের বাংলাদেশের বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ এক গবেষণা এককালে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের নতুন পথ দেখিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমের অনেকের কাছে আক্ষরিক অর্থেই অচেনা মানুষ তিনি।

কিন্তু তাদের গ্রামে কোনো হাইস্কুল ছিল না। বাধ্য হয়ে গ্রাম থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে শিমুলিয়ার একটা স্কুলে ভর্তি হন মেঘনাদ সাহা। বর্ষায় তাঁদের প্রত্যন্ত গ্রামটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তখন একমাত্র যোগাযোগমাধ্যম ছিল নৌকা। তাতে চড়ে শিমুলিয়ায় ক্লাস করতে আসতেন মেঘনাদ

মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে। বর্তমান বাংলাদেশের গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার শেওড়াতলী গ্রামে। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে। বাবা-মায়ের আট সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। বাবা জগন্নাথ সাহা ছিলেন মুদিদোকানী। তাঁর আয়েই সংসার চলত। শুরুতে প্রথম সন্তান জয়নাথ সাহাকে পড়ালেখার জন্য স্কুলে ভর্তি করেন জগন্নাথ সাহা। ভেবেছিলেন, তাতে তাঁর ব্যবসার সুবিধা হবে। আর্থিক উন্নতির জন্য সুবিধাজনক হবে। কিন্তু ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হন জয়নাথ। কাজেই পড়ালেখাকে স্রেফ টাকা- পয়সা নষ্ট বলে সিদ্ধান্ত নেন বাবা জগন্নাথ। ছেলেক হাইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দোকানের কাজে লাগিয়ে দেন। এ কারণে অন্য ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করার তেমন ইচ্ছা ছিল না তাঁর। কিন্তু দোকানের কাজে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না মেঘনাদ সাহা।

মেঘনাদ সাহার মেধার পরিচয় পেয়েছিলেন গ্রামের এক স্থানীয় চিকিৎসক। তিনিই জগন্নাথ সাহাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মেঘনাদকে স্কুলে ভর্তি করাতে রাজি করান। অচিরেই প্রাইমারি, মানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভালো রেজাল্ট করে নিজের মেধার প্রমাণ রাখেন মেঘনাদ। এরপর তাকে হাইস্কুলে ভর্তি করাতে রাজি হন বাবা জগন্নাথ। কিন্তু তাদের গ্রামে কোনো হাইস্কুল ছিল না। বাধ্য হয়ে গ্রাম থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে শিমুলিয়ার একটা স্কুলে ভর্তি হন মেঘনাদ সাহা। বর্ষায় তাঁদের প্রত্যন্ত গ্রামটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তখন একমাত্র যোগাযোগমাধ্যম ছিল নৌকা। তাতে চড়ে শিমুলিয়ায় ক্লাস করতে আসতেন মেঘনাদ। এখান থেকেই সর্বশেষ পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান দখল করেন। সঙ্গে বৃত্তিও পান। মাসিক ৪ টাকা।

এরপর ভর্তি হন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। সেটা ১৯০৫ সালের কথা। ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার কারণে গোটা বাংলা তখন উত্তাল। বাংলাজুড়ে তখন চলছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী, তথা ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ। একদিন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে আসেন স্থানীয় গভর্নর। সেদিন সেই আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিক্ষোভ করেন মেঘনাদ সাহা। সেই অপরাধে কলেজিয়েট স্কুল থেকে তাঁকেসহ বেশ কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয়। এবার ভর্তি হন কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে। সেখানে সুযোগ পান বিনাবেতনে পড়ার। ১৯০৯ সালে সেখান থেকে পূর্ববাংলার সবগুলো স্কুলের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়ে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মেঘনাদ সাহা। জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নে সর্বোচ্চ নম্বরও পান। এই ফলাফলই নির্ধারণ করে দিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ।

এবার ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। মূল বিষয় হিসেবে বেছে নেন তাপগতিবদ্যা ও কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা। চতুর্থ বিষয় হিসেবে নেন জার্মান ভাষা। সেকালে জার্মানি বিজ্ঞান গবেষণায় অনেক এগিয়ে ছিল। বেশ কিছু বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল প্রকাশিত হতো জার্মান ভাষায়। যেমন ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইনের সেরা গবেষণাপত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছিল জার্মানির অ্যানালেন ডার ফিজিক-এ। সে কারণে জার্মান শিখতে আগ্রহী হন তিনি। পাশাপাশি এই বিষয়ে কোনো গবেষণাগারের প্রয়োজন ছিল না। কাজেই সহজে পাশ করা যাবে বলে ভেবেছিলেন তিনি। তবে পরে তাঁর সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। জার্মান ভাষার অন্যদের চেয়ে কিছুটা কম নম্বর পাওয়ার কারণে আইএসসি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান পান। এরপর ১৯১১ সালে গণিত অর্নাস নিয়ে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখানে শিক্ষক হিসেবে পেলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তিত্বদের। ১৯১৩ সালে গণিতে স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান। দুই পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় হন। আর প্রথম হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তবে দুজনেই ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

প্রায় বছরখানেক পর রাজারবাগ সায়েন্স কলেজ উদ্বোধন হয়। সেখানে গণিতের প্রভাষক হিসেব যোগ দেন মেঘনাদ ও সত্যেন। তবে দুজনেরই আগ্রহ ছিল পদার্থবিজ্ঞানে। তাই কিছুদিন পর দুজনেই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ছাত্রদের তিনি পড়াতেন তাপগতিবদ্যা।

বেশ কিছু দিন পরে সত্যেন বোসের সঙ্গে যৌথভাবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবিষয়ক কিছু লেখা জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তিনি। সেটাই একসময় বহির্বিশ্বে তাঁকে পরিচিতি দিয়েছিল। কারণ এর আগ পর্যন্তআর কেউ এসব লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করেনি। সেটাই ছিল আপেক্ষিকতা তত্ত্ববিষয়ক লেখাগুলোর প্রথম অনুবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান-ব্রিটিশ রেষারেষির কারণে জার্মান বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলো ভারতবর্ষে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর, ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে জার্নালগুলো আবারও আসতে শুরু করে। এরকম একটা গবেষণাপত্রই তাঁর জীবন বদলে দেয়।

আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিঃরসায়নের অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে মেঘনাদ সাহা নামের এক তরুণ বিপ্লবীর ঝুলি থেকে। আর তাঁর সেই আইডিয়ার নাম তাপীয় আয়নায়ন তত্ত্ব।

ফিজিকালিস জেইটশিফট জার্নালের ডিসেম্বর সংখ্যায় সেই গবেষণাপত্রটা ছিল থার্মাল আয়োনাইজেশন বা তাপীয় আয়নায়ন সম্পর্কিত। লেখক জে. এগার্ট। পরমাণুকে উত্তপ্ত করা হলে তার ইলেকট্রনগুলো ছিটকে বাইরে চলে যায়। তখন পড়ে থাকে শুধু নিউক্লিয়াস। সহজ কথায় একেই বলা হয় তাপীয় আয়নায়ন। কিন্তু গবেষণাপত্রটা বেশ ভাসাভাসা বলে মনে হলো মেঘনাদ সাহার কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন, এই গবেষণাটাকে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। রসায়ন ও কোয়ান্টাম ফিজিকস সম্পর্কে নিজের জ্ঞান একত্রিত করে তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন, ঠিক কোন তাপমাত্রার পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলো ছিটকে বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর বেশ জানাশোনা ছিল। তিনি বুঝতে পারেন, নক্ষত্র সম্পর্কে দীর্ঘদিনের একটা অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে এই গবেষণা থেকে।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'এগার্টের গবেষণাপত্র পড়ে আমার ধারণা হল, এগার্টের সূত্রে আয়নন বিভবের নিখুঁত মান বসিয়ে পরমাণুর একক বা বহুধা আয়নন যে কোন উষ্ণতা ও চাপে গণনা করা জরুরী। এ থেকে আমি আমার তাপীয় আয়নায়ন সূত্র আবিষ্কার করি, যা এখন আমার নামে পরিচিত। ক্রোমোস্ফিয়ার ও নক্ষত্রের সমস্যা আমার জানা ছিল। আমি সেই সূত্র তখন সেখানে প্রয়োগ করি।'

অনেকেই জানেন, প্রতিটি নক্ষত্র বর্ণালি তৈরি করে। নক্ষত্র থেকে আসা কোনো আলোকে একটা প্রিজমের মধ্য দিয়ে নেওয়া হলে বর্ণালি পাওয়া যায়। ইংরেজিতে একে বলা হয় স্পেকট্রাম। বর্ণালি হলো বারকোডের মতো একটা নকশা, যেখানে পাতলা ও কালো কিছু রেখা দেখা যায়। ১৮৫০ সালের দিকে একই ধরনের বর্ণালির ভিত্তিতে নক্ষত্রগুলোর শ্রেণিবিভাগ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন জ্যোতির্বিদেরা। অনেকটা জীববিজ্ঞানে ক্যারোলাস লিনিয়াসের উদ্ভিদ বা প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের মতো। তবে নক্ষত্রের এই শ্রেণিবিভাগ দিয়ে কী বোঝায়, তা কেউই জানতেন না। এরকম বিভিন্ন শ্রেণির নক্ষত্র কেন থাকে? তার কোনো জবাব ছিল না বিজ্ঞানী বা জ্যোতির্বিদদের কাছে।

মেঘনাদ সাহা বুঝতে পারলেন, এই প্রশ্নের জবাবের সঙ্গে রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কম্পাংকের আলো শোষণ করে নক্ষত্রের বর্ণালির গাঢ় রেখাগুলো তৈরি করে। একসময় তিনি দেখতে পান, তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে আসার হারও বেড়ে যায়। তাতে ওই গাঢ় রেখাগুলোর অবস্থান ও সংখ্যার পরিবর্তন হয়। অন্য কথায়, নক্ষত্রের বিভিন্ন তাপমাত্রার কারণে বর্ণালির রেখার প্যাটার্নও আলাদা হবে। কাজেই জ্যোতির্বিদেরা যখন বর্ণালির ভিত্তিতে নক্ষত্রগুলোকে আলাদা গ্রুপে ভাগ করেন, তখন তাঁরা আসলে এগুলোকে ভাগ করেন তাপমাত্রার ভিত্তিতে। এই তাপীয় আয়নায়ন ব্যাখ্যার জন্য একটা সমীকরণও প্রণয়ন করেন মেঘনাদ সাহা।

সেটা পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন জ্যোতির্বিদেরা। কারণ এই সমীকরণ ব্যবহার করে এ সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য নির্ণয় করতে পারলেন তাঁরা। যেমন নক্ষত্রদের সঠিক তাপমাত্রা এবং তাদের ভেতরে কী কী মৌল আছে। এভাবে মেঘনাদ সাহার কারণেই মানবজাতি প্রথমবারের মতো জানতে পারল, নক্ষত্র আসলে কী দিয়ে গঠিত। দেখা গেল, নক্ষত্রের ভেতরটা আসলে হাইড্রোজেনের অগ্নিগোলা।

তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সে কালে ভারতে হাতে-কলমে জোতির্বিদ্যা গবেষণার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছিল না। কাজেই নিজের তত্ত্বটা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট নাক্ষত্রিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেননি মেঘনাদ সাহা। ফলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। যথাযথ স্বীকৃতিও পাননি তিনি। সে কারণে বিজ্ঞানের অন্য শাখায় মনোযোগ দেন। আরও পরে জড়িয়ে পড়েন ভারতের রাজনীতিতেও। তবে রাজনীতিতে এসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিবাদে জড়ান। তাও বিজ্ঞান ইস্যুতে। বিজ্ঞানকে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন গান্ধী। অন্যদিকে বিজ্ঞানকে দারিদ্র দূর করার শক্তিশালী অস্ত্র মনে করতেন মেঘনাদ সাহা। এর মধ্যেই ১৯৫২ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে সদস্যও নির্বাচিত হন। এ সময় পরমাণু শক্তি থেকে শুরু করে ক্যালেন্ডার সংস্কারের মতো বেশ কিছু উদ্যোগ নেন তিনি। সে অন্য প্রসঙ্গ।

এত কিছু সত্ত্বেও জীবনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন জোতির্বিজ্ঞানে। তাপীয় আয়নায়ন বিষয়ে তাঁর এই তাত্ত্বিক অবদানের আগে জ্যোতির্বিদদের কাজটা ছিল অনেকটা ক্যাটালগ তৈরি করার মতো। পদার্থবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড যাঁকে তুলনা করেছেন ডাকটিকিট সংগ্রহের সঙ্গে। কিন্তু মেঘনাদ সাহার অবদানের পর সেটা হয়ে উঠল বিশুদ্ধ ও ভবিষ্যদ্বাণী করার উপযোগী বিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন বলেছেন, 'সাহার আয়নায়ন তত্ত্ব গ্যালিলিওর দুরবিন ব্যবহার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে সেরা দশটি আবিষ্কারের অন্যতম বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।'

জনৈক এক পণ্ডিত একবার বলেছিলেন, সমগ্র পশ্চিমা দর্শন প্লেটোর দর্শনের পাদটীকার চেয়ে খুব বেশি কিছু নয়। সেই একই মাপকাঠিতে জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক স্যাম কিয়াম বলেছেন, আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিঃরসায়নের অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে মেঘনাদ সাহা নামের এক তরুণ বিপ্লবীর ঝুলি থেকে। আর তাঁর সেই আইডিয়ার নাম তাপীয় আয়নায়ন তত্ত্ব।

আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিঃ রসায়নের অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে মেঘনাদ সাহা নামের এক তরুণ বিপ্লবীর ঝুলি থেকে। আর তাঁর সেই আইডিয়ার নাম তাপীয় আয়নায়ন তত্ত্ব। ফিজিকালিস জেইটশিফট জার্নালের ডিসেম্বর সংখ্যায় সেই গবেষণাপত্রটা ছিল থার্মাল আয়োনাইজেশন বা তাপীয় আয়নায়ন সম্পর্কিত। লেখক জে. এগার্ট। পরমাণুকে উত্তপ্ত করা হলে তার ইলেকট্রনগুলো ছিটকে বাইরে চলে যায়। তখন পড়ে থাকে শুধু নিউক্লিয়াস।

এখনও আছে সময়

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের। গোটা দুনিয়াতেই। ভারত আপাতত দুনিয়ার অন্যতম "তরুণ দেশ", কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশিত গড় আয়ু এবং ক্রমহ্রাসমান জন্মহারের দৌলতে এ দেশেও জনসংখ্যায় বয়স্কদের অনুপাত বাড়বে কয়েক দশকের মধ্যেই। ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড-এর ইন্ডিয়া এজিং রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর জুলাইয়ে দেশে যেখানে ষাটোর্ধ মানুষের সংখ্যা ছিল ১৪.৯ কোটি, সেটাই দ্বিগুণ হতে চলেছে ২০৫০ সালের মধ্যে।

বয়সের কারণেই প্রবীণ নাগরিকরা সচরাচর নেট উপভোক্তা, নেট উতাদক নন। ফলে, যদি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর উতাদনশীলতা অপরিবর্তিত থাকে, তবে জনসংখ্যায় বয়স্কদের অনুপাত বাড়লে দেশের সার্বিক উতাদনশীলতা কমে। তবে, এ বিষয়ে ভারতের এখনই উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই, হাতে এখনও অনেক সময় আছে। প্রয়োজন সেই সময়ের সদ্ব্যবহার। এ কথা বহু আলোচিত যে, ভারতের "ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ড" আছে। দুনিয়ার তরুণতম দেশগুলির অন্যতম এখন ভারত। বিশ্বের কুড়ি শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ আগামী পঁচিশ বছরে থাকবেন ভারতে। আর দেশের বাষট্টি শতাংশ মানুষ থাকবেন কর্মক্ষম বয়স-বন্ধনীতে। ফলে, এই ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ড ঘরে তোলার সুযোগ আগামী দুই বা তিন দশকেই পাওয়া যাবে।

"ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ড" নির্ভর করে মূলত চারটি বিষয়ের উপরে শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং সুশাসন। ভারতের ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ড- এর সুফল অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে, যদি সে কর্মক্ষম জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে। পাশাপাশি, মানুষের জীবনসীমার বৃদ্ধির মাধ্যমেও দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করা সম্ভব উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, কর্মদক্ষতা সৃষ্টি এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ ও প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিরোধ করে। একটি সুস্থ এবং দক্ষ কর্মীর দল শুধু উতাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তা সরকারের আর্থিক চাপ কমায় এবং দেশের মূলধন সৃষ্টিতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত, ভারতের জনসংখ্যাই এ দেশকে বিশ্বের অন্যতম শক্তি করে তুলতে পারে। শুধু ক্রেতা হিসাবে নয়, শ্রমশক্তি হিসাবেও।

ইতিমধ্যেই গোটা বিশ্বকে সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া দেখিয়ে দিয়েছে, কী ভাবে ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ড-এর সুফল অর্জন করা যায়। ভারতের পক্ষেও তা সম্ভবপর নয় কি? মুশকিল হল, আমাদের দেশে কথায় ও কাজে অনেক ফারাক। প্রধানমন্ত্রী মুখে ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ডের লাভ ঘরে তোলার কথা বলেন বটে,

কিন্তু তার জন্যে কাজের কাজ কিছু হয় না। শিক্ষায় সরকারের বাজেট বাড়ে না, স্বাস্থ্যেও নয়। তরুণ প্রজন্মের কারিগরি মানোন্নয়নের নামে মাঝে-মধ্যে কিছু প্রহসন হয়, বিশেষত নির্বাচনের মুখে। নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগকে সাহায্য করার রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছাটিও মূলত মৌখিক স্তরেই থেকে যায়, তার ফলিত প্রয়োগ ঘটে না। নিধিরাম সর্দারদের পক্ষে যুদ্ধ জয় করা সহজ কাজ নয়। ভবিষ্যতের জন্য সমৃদ্ধি অর্জন করা, যাতে ক্রমে বয়স্কদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলেও ভারত স্বচ্ছন্দে তার সম্মুখীন হতে পারে সেই স্বপ্ন দেখা আপাতত মুশকিল। হাতে এখনও সময় আছে, কিন্তু এখনই তৎপর না হলে সেই সুবিধাটুকুও হাতছাড়া হবে। সময় রাজনীতির তোয়াক্কা করে না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিকিমের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী তামাং, বললেন কেন্দ্র সবরকম সাহায্য করছে

গ্যাংটক, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সিকিমের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। শনিবার সকালে মানগানের নাগা গ্রামে যান মুখ্যমন্ত্রী তামাং, সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে গতি বাড়াতেও আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। প্রেম সিং বলেছেন, এই দুর্যোগের সময় ভারত সরকার সবরকম সাহায্য করছে সিকিম সরকারকে।

তিনি বলেছেন, 'আমাদের অগ্রাধিকার হল আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার করা এবং বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ফিরিয়ে আনা। গতকালের তথ্য অনুযায়ী, ১৯টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, ১০৩ জন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ ২২ সেনা আধিকারিকের মধ্যে ৭ জনের দেহ পাওয়া গেছে। গভীর রাতে আরও কয়েকজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, আমরা সংখ্যা গণনা করছি। মোট ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা ২২ হাজারের বেশি এবং আমরা ৩৯০০ জনকে উদ্ধার করেছি এবং তাদের উদ্ধার শিবিরে রেখেছি। সিকিমে বর্তমানে প্রায় ২৬টি ত্রাণ শিবির চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী তামাং আরও বলেছেন, 'ভারত সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করছে।

লজিস্টিক সাপোর্ট, আর্মি, এবং তাৎক্ষণিক ত্রাণের জন্য আর্থিক সাহায্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমাকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য ফোন করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, যেহেতু যোগাযোগের অভাব রয়েছে, তাই সবকিছু পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত, দুর্গা পূজার সময় যে সমস্ত পর্যটক সিকিম আসতে চান তাদের কিছু বলার মতো পরিস্থিতিতে আমরা এখন নেই। শিক্ষার্থীদের জীবন ঝুঁকিতে থাকায় স্কুল-কলেজ ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা পশ্চিম সিকিমে স্কুল বন্ধ করিনি কারণ সেই স্থান নিরাপদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি।

জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান, ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি

কাবুল, ৭ অক্টোবর (হি.স.): শক্তিশালী তীব্রতার জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ (আফগানিস্তানের সময় অনুযায়ী) আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। আফগানিস্তানের হেরাত, বাদঘিস, ফারাহ প্রদেশের বাসিন্দারা ভূকম্পন অনুভব করেন। তবে, কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, শনিবার দুপুরে আফগানিস্তানে ৬.১ এবং ৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতের সময় অনুযায়ী প্রথমে ১২.১১ এবং পরে ১২.৪২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই বহু মানুষ ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন।

কানাডায় ভেঙে পড়ল ছোট বিমান, প্রাণ হারালেন ৩ জন

অটোয়া, ৭ অক্টোবর (হি.স.): কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের চিলিওয়াক শহরে ভেঙে পড়ল ছোট বিমান। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, তাঁদের মধ্যে দুই প্রশিক্ষণার্থী পাইলট ছিলেন ভারতের। দুই প্রশিক্ষণার্থী পাইলটই মুম্বইয়ের বাসিন্দা।

জোড়া টুইন-ইঞ্জিনযুক্ত ছোট বিমানটি - স্থানীয় বিমানবন্দরের কাছে একটি মোটেলের পিছনে গাছ এবং ঝোপের মধ্যে ভেঙে পড়ে। চিলিওয়াক ভ্যাঙ্কুভার থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার (৬২ মাইল) পূর্বে অবস্থিত। পাইলট সহ বিমানে থাকা তিনজনই নিহত হয়েছেন এবং রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের পরিজনদের অবহিত করা হয়েছে।

রাজস্থানের জয়সলমেরে ট্রেলার ও জিপের সংঘর্ষে নিহত ৪, আহত ১

জয়সলমের, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : রাজস্থানের জয়সলমেরে একটি ট্রেলার ও জিপের মধ্যে সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে একজন।

শনিবার রাজস্থানের জয়সলমের জেলার ফলসুন্দ থানা এলাকার মাদুরসার গ্রামের কাছে ট্রেলার এবং জিপের মধ্যে সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে ফুলসুন্দর থানার পুলিশ মৃতদের ও আহতদের উদ্ধার করে ফলসুন্দ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে। মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহগুলি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর যোধপুরে রেফার করা হয়েছে।

সমবায় দুর্নীতির তদন্তে আলিপুরদুয়ারে সিবিআই, তিন জায়গায় চলছে অভিযান

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সমবায় দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে শনিবার সকালে আলিপুরদুয়ারে অভিযান চালাচ্ছে সিবিআই। মূলত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পেয়েই ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতির তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। আলিপুরদুয়ারে একযোগে তিন জায়গায় হানা দিয়েছে সিবিআই। সমবায় সমিতির ম্যানেজার তৃপ্তিকণা চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে ৩ সদস্যের সিবিআই টিম। আলিপুরদুয়ার ঋণদান সমবায় সমিতির প্রায় ৫০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি মামলায় শহরজুড়ে অভিযানে নেমেছে সিবিআই। শনিবার সমবায়ের ম্যানেজার তৃপ্তিকনা চৌধুরী-সহ শহরের সূর্য নগর এলাকায় কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলছে। সিবিআইয়ের আধিকারিকরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন। সমবায়ের কর্মী আধিকারিকদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন সিবিআইয়ের কর্তারা। তদন্তকারী দলে মহিলা সদস্যরাও রয়েছেন। এদিন সকাল ৬টা নাগাদ তদন্তকারীরা ডিআরএম অফিস সংলগ্ন এলাকায় যায়। সেখান থেকে একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা এদিন মূলত সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বাড়িতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। এই মামলায় সিবিআই আধিকারিকরা প্রতারিতদের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

আপাতত বৃষ্টির দিন শেষ, দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই ক্রমেই বদলাবে আবহাওয়া

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক দিন ধরে যে হারে বৃষ্টি হচ্ছিল, তা এ বার কমতে চলেছে। দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই বদলে যাবে আবহাওয়া। বলা যেতে পারে, আপাতত বৃষ্টির দিন শেষ! তবে, আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতেও পারে। ২৪ ঘন্টার পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবারও বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৯ থেকে ১১ অক্টোবর সময়কালে দক্ষিণবঙ্গে কমের দিকেই থাকবে বৃষ্টিপাত। মহানগরীতেও কমবে বৃষ্টিপাত। স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি না হলে, তাপমাত্রাও চড়বে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭. ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

এদিন সকাল থেকেই রোদের দাপটও বেশ ভালোই ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে।

আবোল তাবোল'-এর ছড়ায় সাজছে নবীনপল্লি, এবার পুজোয় সুকুমারের সৃষ্টির শতবর্ষ উদযাপন

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সুকুমার রায়ের কালজয়ী সৃষ্টি 'আবোল তাবোল'-এর শতবর্ষেই ৯০-এ পা দিয়েছে উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের নবীনপল্লির পুজো। এ বারের পুজোয় থিম হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় ছড়াগুলিকেই। 'আবোল তাবোল'-এর বিভিন্ন চরিত্রেরা ছবি বইয়ের পাতা থেকে সোজা উঠে এসেছে মণ্ডপসজ্জায়। এলাকার ১২টি বাড়ি রং করে তার গায়ে ছবি আঁকা হয়েছে। ১৯২৩ সালে প্রথম ছাপা হয় 'আবোল তাবোল'। সেই ছাপাখানাও উঠে এসেছে মূল মণ্ডপে। 'আবোল তাবোল'-এর ১০০ বছর পূর্ণ হল, তাই এবার হাতিবাগানের নবীনপল্লির পুজো মণ্ডপের বিষয় ভাবনায় উঠে এল """আবোল তাবোল""".

পুজো কমিটির সদস্য সৌভিক কর বলেছেন, 'এবার আমাদের ভাবনা শতবর্ষে আবোল তাবোল। সুকুমার রায়ের সৃষ্টিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে।' বিশেষ এই থিমকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে এগিয়ে এসেছে গোটা পাড়া। এই হাতিবাগান নবীন পল্লীর পুজোর প্রধান আয়োজক দীপ্ত ঘোষ জানান, বিভিন্ন জায়গায় পুজোয় নানা থিম করা হয়। তবে তাঁরা গোটা পাড়া তথা এলাকাটিকেই থিম করে ফেলেছেন। আর তার জন্য এলাকার বেশ কিছু বাড়িতে থিম অনুযায়ী রং করা হয়েছে, যা একনজরে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন আবোল তাবোলেরই প্রচ্ছদ। পুজোর পর যদি বাড়ির মালিকরা চান, তাহলে বাড়িগুলিকে আবারও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান দীপ্তবাবু। শুধু আশেপাশের পরিবেশই নয়, মণ্ডপের ক্ষেত্রেও থাকছে বিশেষ সৃজনশীলতা। যে প্রেসে প্রথম আবোল তাবোল ছাপা হয়েছিল, তারই আদলে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে বলে জানান পুজোর প্রধান আয়োজক।

আলিপুরদুয়ারে উদ্ধার হাতির দেহ, মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্তে বন দফতর

রাঙ্গালিবাজনা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : আলিপুরদুয়ারের উদ্ধার হাতির দেহ। শনিবার ফালাকাটা ব্লকের পূর্ব দেওগাঁওয়ে বন থেকে ধানখেতে ঢোকার মুখে একটি মাকনা হাতি দেহ পড়েছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মাদারিহাটের রেঞ্জার শুভাশিস রায়, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা সহ আরও অনেকে। রেঞ্জার এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে দীপনারায়ণ সিনহার বক্তব্য, হাতির মৃত্যুতে বিদ্যুতের সংস্পর্শের ঘটনা সামনে এলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

শনিবার সকালে বন থেকে ধানখেতে ঢোকার মুখে হাতির দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এদিন ঘটনাস্থল থেকে তার উদ্ধার করেছেন বনকর্মীরা। কৃষিজমি ও বনের সীমানা বরাবর একাধিক খুঁটিও দেখা গিয়েছে। এতেই বিদ্যুতের সংস্পর্শে মৃত্যুর সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে। তবে বন দফতরের বক্তব্য, ময়নাতদন্তের পরই হাতির মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

দেওগাঁওয়ের গা ঘেঁষে রয়েছে খয়েরবাড়ি ফরেস্ট। স্থানীয়রা জানান, ওই বন থেকে প্রতি রাতেই এলাকায় হাতি হানা দেয়। গতকাল রাতেও কয়েকটি হাতি এলাকায় ঢুকেছিল। দেওগাঁওয়ের ৬৮ ও ৬৯ নম্বর পার্টের সীমানায় ৬৯ নম্বর পার্টে পড়েছিল হাতিটি। ঘটনাস্থলের ২০০ মিটার দূরেই ৬৮ নম্বর পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য প্রভু ওরাওঁয়ের বাড়ি। তবে এলাকায় হাতির হানা রুখতে বিদ্যুতের তারের বেড়া ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা তাঁর জানা নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এসওয়াইএল ইস্যুতে পঞ্জাবে বিক্ষোভ বিজেপির, কয়েকজন আন্দোলনকারীকে আটক

চণ্ডীগড়, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সুতলজ-যমুনা লিঙ্ক (এসওয়াইএল) ক্যানাল ইস্যুতে শনিবার চণ্ডীগড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল পঞ্জাব বিজেপি। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের বাড়ির কিছুটা দূরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরা, বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন পঞ্জাব বিজেপির সভাপতি সুনীল জাখারও। বিজেপির অভিযোগ, নদীর জলের ক্ষেত্রে রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এএপি সরকার।

বিরোধী দল বিজেপি দাবি করেছে, পঞ্জাবের কাছে অন্য কোনও রাজ্যের সঙ্গে ভাগ করার মতো জল নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময় কয়েকজনকে আটক করা হয়। জাখার বলেছেন, 'ভগবন্ত মান সরকার গভীর ষড়যন্ত্রের অধীনে এসওয়াইএল ইস্যুতে পঞ্জাবের জনগণের পিঠে ছুরি মেরেছে।'

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় খাদে পড়ল গাড়ি

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জন শ্রমিকের, এছাড়াও ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ১০.৪০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাম্বাল গ্রামের কাছে। নিহত শ্রমিকরা হলেন-মণি কুমার (৩১), করণ জিৎ সিং (৪০) ও লাল চাঁদ (৪৫)। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের। ৫ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, খেল্লানি থেকে গাড়িতে উঠেছিলেন সবাই। তাঁদের গন্তব্য ছিল মারমাত এলাকা, বাড়িতে ফিরছিলেন সকলে। শুক্রবার রাত ১০.৪০ মিনিট নাগাদ হাম্বাল গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ শ্রমিকের, ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দূষিত হয়ে উঠল দিল্লির বাতাস

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): শীতের আগমণের এখনও ঢের বাকি, এরইমধ্যে দূষিত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লির বাতাস। পাশাপাশি দিল্লিতে শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লিতে বাতাসের গুনগতমান রেকর্ড করা হয়েছে ২৩১, যা খারাপ পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে।

দিল্লিতে এবারের শীতে বাতাসের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য ইতিমধ্যেই কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। দীপাবলিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সমস্ত ধরনের বাজি। অতচ অক্টোবর মাসের শুরুতেই দূষিত হয়ে উঠল দিল্লির বাতাস।

পশ্চিম দিল্লিতে প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন, দমকলের দীর্ঘ চেষ্টায় এল আয়ত্তে

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল পশ্চিম দিল্লির কামরুদ্দিন নগরে অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের গোডাউনে। শুক্রবার রাত গভীর রাতে ওই গোডাউনে আগুন, রাত ১২.৪৪ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকল। দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাত ১২.৪৪ মিনিট নাগাদ রানহৌলা এলাকায় আগুন লাগার বিষয়ে খবর পাওয়া যায়। দমকলের ১২টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে পৌঁছয়। শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি বলে জানিয়েছে দমকল।

উত্তরপ্রদেশের মিরজাপুরে কুয়ো থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

মিরজাপুর, ৭ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের মিরজাপুর জেলায় কুয়ো থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। উত্তরপ্রদেশের মিরজাপুর জেলার জামালপুর থানা এলাকার শেরওয়ান গ্রামে শনিবার কুয়ো থেকে এক মধ্যবয়সী মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দিলে জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতার নাম ইন্দ্রাবতী, বয়স ৪২।

গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় পুলিশ দেহটি কুয়ো থেকে উদ্ধার করে। মৃতার পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ২ অক্টোবর সকালে মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। শনিবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। জামালপুর থানার পুলিশ বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে।

নির্মলা সীতারমনের সভাপতিত্বে জিএসটি কাউন্সিলের ৫২-তম বৈঠক শুরু

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স) : জিএসটি কাউন্সিলের ৫২-তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন। শনিবার নয়াদিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কাউন্সিলের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এর মাধ্যমে পোস্ট করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের এই বৈঠকের তথ্যটি জানিয়েছে। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অর্থমন্ত্রীরা। এছাড়াও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঊর্ধতন আধিকারিকরাও উপস্থিত রয়েছেন। বৈঠকটি নয়াদিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনে শুরু হয়েছে শনিবার সকাল ১০টায়। করের হার, নীতি পরিবর্তন, প্রশাসনিক সমস্যাগুলি সহ জিএসটি সংক্রান্ত নানা বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে এই বৈঠকে। জিএসটি কাউন্সিলের ৫২ তম বৈঠকের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় কর ব্যবস্থার জটিল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সমাধানগুলি খুঁজে বের করা। শনিবার জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের আগে, দিল্লির অর্থমন্ত্রী আতিশি অনলাইন গেমিং শিল্পের উপর ২৮ শতাংশ ট্যাক্স আরোপের বিষয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কোসিলের কোম্পানিগুলির উপর কর ফাঁকির নোটিশ প্রত্যাহার করার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনা করা উচিত। আতিশি আরও জানান, দিল্লি সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও, অনলাইন গেমিং শিল্পে ২৮ শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছিল ।এই কর আরোপ করার আগেও,জিএসটি কাউন্সিল গত ছয় বছরে অনলাইন গেমিং শিল্পে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার কর ফাঁকির নোটিশ পাঠিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে পুলিশের সঙ্গে আন্তঃজেলা চোরদের সংঘর্ষে আহত এক, সাত গ্রেফতার

জালাউন, ৭ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের জালাউনে পুলিশের সঙ্গে আন্তঃজেলা চোরদের সংঘর্ষে এক জন আহত হয়েছেন। ঘটনায় পুলিশ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে।

শুক্রবার গভীর রাতে উত্তরপ্রদেশের জালাউনের কুথন্ঠ থানা এলাকায় চুরির পরিকল্পনা করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখী লড়াই বাঁধে একদল চোরের। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন চোরের গুলি লাগলে সে আহত হয়, পুলিশ ৬ জন চোরকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করেছে।

শুক্রবার রাতে কুথন্ঠ থানা এলাকায় পুলিশ, এসওজি এবং নজরদারি সেলের একটি যৌথ দলের সঙ্গে চোরেদের একটি এনকাউন্টার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। উভয় তরফের মধ্যে লড়াইয়ে একজন চোরের গুলি লাগলে সে আহত হয়। গুলি লাগার পর ভয়ে ৬জন চোর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ধৃত চোরদের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪১৫ টাকা ও প্রচুর গয়না উদ্ধার করেছে পুলিশ। আহত চোরের নাম নিজাম। পুলিশের সিও রবীন্দ্র কুমার গৌতম দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পুলিশের এনকাউন্টারের বিষয়টি জানিয়েছেন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ৪২-এ; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৪৪ জন, মৃত্যু ফের শূন্য

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ৪০০-র নীচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩৬১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫, ৩২,০৩৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬,৮৯০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ২১, ০৮২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা করণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭২, ৩২৮-তে পৌঁছেছে।

সিকিমে হড়পা বানে মৃত্যু বেড়ে ২৬, নিখোঁজের সংখ্যা এখনও ১৪২

গ্যাংটক, ৭ অক্টোবর (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং লোনাক হ্রদ উপচে বন্যায় বিপর্যস্ত সিকিমে এখন শুধুই ধ্বংসের ছবি আর হাহাকার। উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক দেহ। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬। রাজ্যের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, সেনা কর্মী-সহ শতাধিক মানুষ নিখোঁজ, সংখ্যাটা ১৪২।

প্রশাসন সূত্রের খবর, ১৮টি দেহই উদ্ধার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এদের মধ্যে চারজন জওয়ান-সহ ছ"জনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। যত দ্রুত সম্ভব ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামত করার চেষ্টা চলছে। সিকিমে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক।

গত বুধবারের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম, ২৫ হাজারের বেশি মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন। ১, ২০০-র বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৩টি সেতু তলিয়ে গিয়েছে। অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ।

'সম্ভাবনা'-য় জেগে উঠছে নলিন সরকার স্ট্রিট, পৃথিবীর স্বপ্নের রঙে সাজছে দুর্গামণ্ডপ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের অন্যতম নামকরা পুজো নলিন সরকার স্ট্রিটের বারোয়ারি দুর্গোৎসব। তাঁদের পুজোয় চমক থাকবে না, তা আবার কী হয়? এ বারে ৯১-তম বছরে পা দিচ্ছে নলিন সরকার স্ট্রিটের পুজো। এ বছরের থিম 'সম্ভাবনা'। ভেদাভেদহীন পৃথিবীর স্বপ্নের রঙে সাজছে মণ্ডপ। দুর্গার আবাহনে সম্প্রীতির সুরে মেতে উঠবে হাতিবাগান চত্বর, এমনটাই আশা উদ্যোক্তাদের।

পুজোর খুব বেশি দিন আর বাকি নেই। আর তাই সেই মুহূর্তের কাজ চলছে জোরকদমে। দম ফেলার ফুরসৎ নেই পুজো কমিটির সদস্যদের। পুজো উদ্যোক্তা ইন্দুবিকাশ দাস বলেছেন, এবারের পুজোর ভাবনা সম্ভাবনা, ইতিমধ্যেই ৭০-৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে, বাকি কাজ চলছে দ্রুততার সঙ্গে। ওপর এক পুজো উদ্যোক্তা বলেছেন, খড়, দড়ি, বাঁশ এমনই প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপ সজ্জায়।

কিছু দিন পরই শারোদৎসব, দম ফেলার ফুরসৎ নেই শোলার অলঙ্কার কারিগরদের

কালিয়াগঞ্জ, ৭ অক্টোবর (হি.স.): আর মাত্র কয়েকদিন বাকি বাঙালির সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপুজোর। তাই মৃৎশিল্পীদের পাশাপাশি শোলার গয়না তৈরির কারিগরদেরও এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। প্রতিমাকে অলঙ্কারে সুসজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শোলার অলঙ্কারের এবার প্রচুর অর্ডার এসেছে। যে কোনও উপায়ে সঠিক সময়ে অর্ডারগুলি পৌঁছে দিতেই এখন দিন-রাত এক করে ফেলেছেন কারিগররা।

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের সাহাপুরের শোলার শিল্পী সুনীল মালাকার এবং তাঁর স্ত্রী মায়া মালাকার এখন তাই দিন-রাত এক করে মায়ের মূর্তি সাজাতে কাজ করে চলেছেন। এই দুই প্রবীণ দম্পতির হাতের তৈরি শোলার অলঙ্কারের চাহিদা কালিয়াগঞ্জের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তেও যথেষ্ট রয়েছে। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদহ, শিলিগুড়ি, কোচবিহার নানা স্থান বছরের পর বছর ধরে অর্ডার পেয়ে আসছেন তাঁরা, এবারও অন্যথা হয়নি। সুনীল মালাকার বলেছেন, এটি আমাদের বংশগত কাজ। তাঁর বাবা-ঠাকুরদা সবাই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র কালিয়াগঞ্জ নয়, রাজ্যের নানা প্রান্তেও এমন বহু শোলার শিল্পী রয়েছেন, যাঁদের হাতে তৈরি শোলার অলঙ্কারে সেজে ওঠেন দেবীদুর্গা।

আগামী সপ্তাহে ফ্রান্সে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ইতালিতেও যেতে পারেন রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): আগামী সপ্তাহে ফ্রান্স সফরে যাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। ফ্রান্সের পাশাপাশি ইতালিতেও যেতে পারেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তবে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের দুই দেশ সফরের তারিখ এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।

উল্লেখ্য, মার্চ মাসে ভারত এবং ইতালি নিজেদের সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বের স্তরে উন্নীত করেছে এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্রসারিত করার জন্য একটি মউও স্বাক্ষর করেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনাথের এই সফর গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওষুধ নয়, ঘরোয়া এই পাঁচ টোটকাতেই দ্রুত সারবে পেট রোগ

বর্ষায় পেটের গোলমাল লেগেই থাকে। পেট গুড়গুড়, লুজ মোশান, তলপেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া, গ্যাস হওয়া, প্রায়শই এ সবের সমস্যা হয়। বাইরের খাবার খেলে তো বটেই, কখনও ঘরে তৈরি খাবার খেলেও এমনটা হয়। পেট খারাপ বাড়াবাড়ি হলে শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়। ফলে জলের অভাব দেখা দেয় শরীরে। তাই পেট খারাপে সারা দিন ধরে নুন-চিনির জল খাওয়া প্রাথমিক কাজ। তবে পেটের সমস্যায় কোন ধরনের খাবার খেলে দ্রুত সুস্থ হওয়া যাবে, তা নিয়ে ধন্দে থাকেন অনেকেই। আজ রইল এমন কয়েকটি খাবারের তালিকা, যেগুলি পেট খারাপের সময় খেলে দ্রুত উপকার মিলতে পারে।

আদা চা

সর্দি-কাশি, গলাব্যথা সারাতে আদার জুড়ি নেই। তবে জানেন কি, পেট খারাপ বা ডায়রিয়ার সমস্যায়ও আদা অত্যন্ত কার্যকর? পেট খারাপের পাশাপাশি পেটে ব্যথা, বমি ভাব এবং গায়ে-হাত-পায়ে ব্যথা লেগেই থাকে। আদা এ সব উপসর্গ থেকে রেহাই দিতে পারে। তাই পেটের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে খেতে পারেন আদা চা।

এক কাপ জলে আদা কুচি দিয়ে ফুটিয়ে নিন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর এই চা ছেঁকে পান করুন। দিনে দুবার এই চা পান করতে পারেন। এতে চাইলে লেবু আর মধুও মেশাতে পারেন।

আদার রস

আদায় রয়েছে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ, যা ডায়রিয়া এবং পেটের ব্যথা থেকে স্বস্তি দেয়। এক টুকরো আদা থেঁতো করে রসটা বার করে নিন। অল্প জলে এক চামচ আদার রস মিশিয়ে নিন। এতে এক চিমটি লবণও মেশাতে পারেন। পেট খারাপ সারাতে দিনে এক বা দু"বার এটি খান।

ধনে পাতা

ধনে পাতা কেবল খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, নানা শারীরিক সমস্যায়ও উপকারী। বিশেষ করে, পেট খারাপ বা হজম সংক্রান্ত সমস্যায় খুব ভালো কাজ করে ধনে পাতা। ধনে পাতা জলে ভালো ভাবে ধুয়ে পিষে নিন। এক গ্লাস জলে ধনেপাতার পেস্ট এবং পাতিলেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। উপকার পাবেন!

লেবু এবং নুন- অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল গুণ রয়েছে পাতিলেবুতে। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পাকস্থলী সুস্থ রাখে এবং স্বাস্থ্যের নানা সমস্যায় দারুণ কাজ করে। এক গ্লাস জলে একটা পাতিলেবুর রস ও এক চিমটি লবণ মিশিয়ে পান করুন। চাইলে সামান্য চিনিও মেশাতে পারেন। এতে আপনার শরীরে জলের অভাব হবে না এবং ডায়রিয়ার সমস্যাও কমবে।

বেদানা- বেদানার পুষ্টিগুণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। পেট খারাপ বা ডায়রিয়ার সমস্যায় বেদানার রস খেতে পারেন। বেদানা গাছের পাতাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। বেদানার পাতা জলে ফুটিয়ে নিন খানিকক্ষণ। তারপর এই জল ছেঁকে পান করুন। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

বিটের রসের গুণেই দূরে থাকবে রোগ-ব্যাধি !

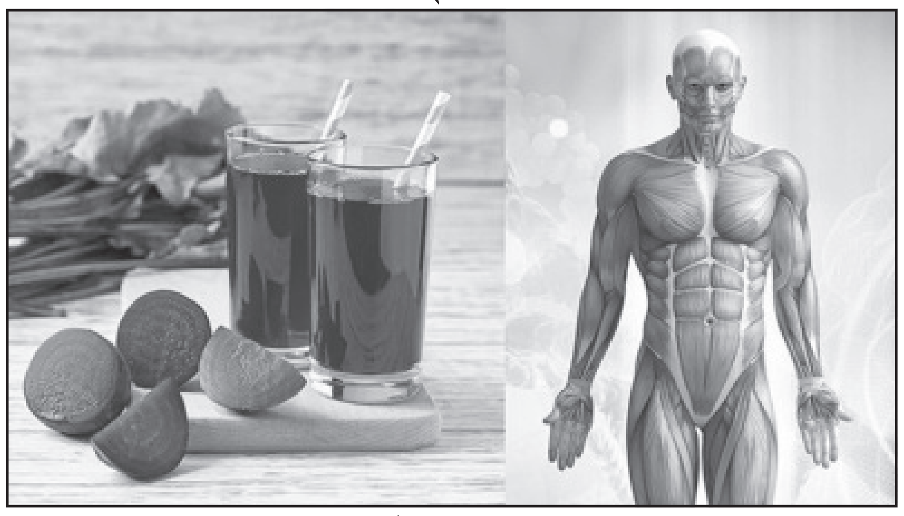

দৈনন্দিন জীবনে হাজার রকম অনিয়ম, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার কারণে ঘরে ঘরে এখন মানুষ বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ছেন। কেউ ভুগছেন ডায়াবেটিসে, কেউ উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায়, কারুর উচ্চ কোলেস্টেরল। অনেকের শরীরে আবার একসঙ্গে এই সব রোগ বাসা বেঁধেছে।

রোগবালাইয়ের কবল থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চাইলে রোজের রুটিনে কিছু বদল আনা জরুরি, বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসে। কিছু খাবার খাদ্যতালিকায় থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন, আবার কিছু খাবার রোজকার ডায়েটে যোগ করা আবশ্যক। যেমন - সকালে উঠে চা অথবা কফির বদলে এক গ্লাস বিটের রসে চুমুক দিলেই কিন্তু অনেক অসুখ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন!

বিটের খ্যাতি তার গাঢ় রঙের জন্য। যে কোনও রান্নায় এক টুকরো বিট পড়লে সেই পদটি বিটের রং নিয়ে নেয়। তবে এই সবজির মধ্যে কিন্তু স্বাস্থ্যগুণও প্রচুর। রোজ সকালে যদি বিটের রস বানিয়ে খেতে পারেন, তাহলেই কিন্তু শরীরের একাধিক সমস্যা দূর হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে হার্ট ভাল রাখা, শরীর সুস্থ রাখতে বিটের রসের জুড়ি মেলা ভার। পাশাপাশি ত্বক ও চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতেও কিন্তু বিট বেশ কার্যকরী।

রক্তচাপ কমায়- বিটের রসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক অক্সাইড। যা রক্তনালিগুলির মুখ খুলে দেয় এবং রক্তচাপের মাত্রা কমায়, রক্ত সঞ্চালন বাড়ে শরীরে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়ম করে রোজ বিটের রস খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর শরীরও থাকে চাঙ্গা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়- আবহাওয়ার পরিবর্তনে জ্বর, সর্দি, কাশি এখন ঘরে ঘরে। এই সময়ে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে, শরীর চাঙ্গা রাখতে নিয়ম করে বিটের রস খেতে পারেন। বিটে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ত্বকের জন্য ভাল- বিটে থাকা ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক সুস্থ রাখে, জেল্লা বাড়ায়। ত্বকের দাগ-ছোপ, শুষ্কভাব, বলিরেখার মতো সাধারণ সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করে এই সবজি। তাই রোজের ডায়েটে অবশ্যই রাখুন বিটের রস।

চুল পড়ার সমস্যা কমে- বিটের মধ্যে রয়েছে আয়রন, ফোলেট এবং ভিটামিন সি। এই সব উপাদান চুল ভাল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু চুল পড়া কমায় না, পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে বিটের রস।

অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিটে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণও রয়েছে। তাই, শারীরিক প্রদাহ কমাতে নিয়মিত বিটের রস পান করতে পারেন।

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

বিটে থাকা নাইট্রেট শরীরে রক্ত সঞ্চালনের হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কেও রক্ত চলাচল ভাল হয়, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। প্রতিদিন নিয়ম করে বিটের রস খেলে স্মৃতিশক্তিও ভাল থাকে। এছাড়া, বিটে প্রচুর পরিমাণে ফোলেট থাকে যা কোষের বৃদ্ধি এবং কার্যকারিতায় সাহায্য করে, যার ফলে রক্তনালির ক্ষতি হয় না।

হজমশক্তি বাড়ায়- আপনি কি ঘন ঘন হজমের সমস্যায় ভোগেন? তাহলে রোজ পান করুন বিটের রস। বিটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম প্রতিরোধে সাহায্য করে। কোলন ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো ক্রনিক রোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। : এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন।

সব্জির গুণে জব্দ হবে পেটের মেদ?

ডায়েট, শরীরচর্চা, খাওয়া দাওয়ায় কঠোর নিয়ম মেনে রোগা হওয়া সম্ভব হলেও, পেটের মেদ সহজে ঝরতে চায় না। তার উপর সারা ক্ষণ অফিসে বসে কাজ। বেশির ভাগ দিনই বাইরের খাবার আনিয়ে খাওয়া। সব মিলিয়ে, "মধ্যপ্রদেশ" বাড়তেই থাকে। এ দিকে ঘরে-বাইরে কাজের চাপে শরীরচর্চারও সময় নেই। জিমে গিয়ে মেদ ঝরানোর ব্যাপারেও আলসেমি। তা হলে উপায়? জিমে না গিয়ে, শরীরচর্চা না করেও দিব্যি পেটের মেদ ঝরিয়ে ফেলতে পারেন। তার জন্য নিয়ম করে খেতে হবে কতগুলি চেনা সব্জি দিয়ে তৈরি পানীয়। কোন কোন সব্জির গুণে জব্দ হবে পেটের মেদ?

লাউয়ের রস- অনেকের অপছন্দ হলেও লাউ ওজন ঝরানোর পক্ষে কার্যকরী। লাউয়ে রয়েছে ভিটামিন এ,বি, সি। এ ছাড়াও এই সব্জিতে দ্রবণীয় ফাইবারের পরিমাণ অনেক বেশি। ফাইবার যে কোনও খাবার দ্রুত হজম হতে সাহায্য করে। শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকলে ওজন কমানোও অনেক সহজ হয়ে যায়। ফাইবার ছাড়াও লাউয়ে প্রোটিন, পটাশিয়াম, মিনারেলসও আছে ভরপুর পরিমাণে। ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় যে উপাদানগুলি অত্যন্ত জরুরি।

বিটের রস- ওজন কমানোর জন্য নীতা অম্বানী রোজ সকালে দু'গ্লাস করে বিটের রস খেতেন। বিট ওজন কমাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিটে রয়েছে ফোলেট, নাইট্রেট, ডায়েটারি ফাইবার, যা দ্রুত মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও বিটে ক্যালোরির পরিমাণ কম। ফলে দ্রুত ওজন ঝরাতে বেশি খেলেও কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

গাজরের রস- ছিপছিপে হতে গাজরের ভূমিকা বলা বাহুল্য। রোগা হওয়ার ডায়েটে গাজর রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন পুষ্টিবিদেরা। মিনারেলস, ভিটামিন, ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট গাজরে পুষ্টিকর উপাদানের শেষ নেই। এই উপাদানগুলি শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে তো বটেই, সেই সঙ্গে ওজন কমাতেও এর জুড়ি মেলা ভার। পুজোর আগে পেটের মেদ কী ভাবে ঝরাবেন, তা ভেবে রাতের ঘুম না উড়িয়ে বরং সপ্তাহে কয়েক দিন গাজরের রস খেতে পারেন।

শসার রস- স্যালাডে শসা তো থাকছেই। তবে বাড়তি সুফল পেতে শসা দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর পানীয়। শসায় জলের পরিমাণ ৯৮ শতাংশ। আর বাড়তি মেদ ঝরাতে শরীরে জলের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া জরুরি। শসা হজমশক্তি বাড়ায়। হজমের গোলমাল নিয়ন্ত্রণে থাকলে ওজন ঝরানোও সহজ হয়ে যাবে।

এই পাঁচ খাবার হল ডিমের বাবা

ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের মধ্যে অন্যতম হল প্রোটিন। এছাড়াও শরীরের জন্য কার্বোহাইড্রেট, চর্বি এই দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। যা শরীরের বৃদ্ধি, রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে আর শরীরের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রোটিনের মধ্যে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড যা শরীরের জন্যেও খুব ভাল। শরীরে কোষের বৃদ্ধি, কোষ মেরামতের জন্য প্রয়োজন প্রোটিনের।

নতুন কোষ, পেশী আর হাড়ের গঠনেও ভীষণ রকম সাহায্য করে প্রোটিন। প্রোটিন শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করে। যার ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেকটাই বাড়ে। আর তাই হরমোন তৈরি, হজম এবং বিপাকেও কোনও রকম সমস্যা হয় না। প্রোটিনের অভাবে শরীরে অনেক রকম সমস্যা দেখা যায়। শরীরে শক্তির ঘাটতি হয়, যার ফলে ক্লান্তি-দুর্বলতা এসব পিছু ছাড়তেই চায় না। শরীকে যদি প্রোটিনের ঘাটতি থাকে তাহলে সেখান থেকেও চুল পড়া, চুল পাতলা হয়ে যেতে পারে।

কোভিডের সময় থেকেই তাই প্রোটিন খাওয়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন চিকিতকরা। নিয়মিত প্রোটিন খেলে অনেক সমস্যা দূরে থাকে, নখ পাতলা হয়ে যায় না, নখ দুর্বল আর ভঙ্গুর হতে পারে। যার ফলে সংক্রমণ জনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ে। প্রোটিনের ঘাটতি দূর করতে, রক্ত এবং কোষ গঠনেও দারুণ ভূমিকা রয়েছে প্রোটিনের।

অনেকেই ভাবেন ডিম ছাড়া অন্য কোনও কিছুর মধ্যেই পুষ্টি নেই। এদিকে ডিম হল পুষ্টির আধার। ডিমের মধ্যে থাকে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ। আবার অনেকেই আছেন যাঁরা ডিম খান না। তবে চিন্তার কিছু নেই। ডিম ছাড়াও এই ৫ খাবারের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন, যা পুষ্টির দিক থেকে ডিমের বাবা। রোজ এই সব খাবার খেলে শরীরে অনেক রকম সমস্যাও সহজে দূর হয়ে যায়। অন্তত ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও রকম চিন্তাই থাকে না।

মুরগির ব্রেস্টের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। আর তাই চেষ্টা করুন হাড়ের পরিবর্তে চিকেন ব্রেস্ট খাওয়ার। ১০০ গ্রাম মুরগির ব্রেস্টে ৩১ গ্রাম প্রোটিন থাকে।

মাছও খুব ভাল। মাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। ১০০ গ্রাম মাছের মধ্যে ২০-৩০ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন থাকে। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে এই প্রোটিনের ভাগ সবচাইতে বেশি।

গ্রিক ইয়োগার্টও খুব ভাল এর মধ্যে প্রোটিনের ভাগ বেশি। রোজ একবাটি করে এই দই অবশ্যই খান। এছাড়াও ডাল, মটরশুঁটি খান নিয়ম করে।

কুইনোয়া আর ছোলাও খুব ভাল প্রোটিনের উত। এক কাপ কুইনোয়ার মধ্যে ৮ গ্রাম প্রোটিন থাকে। একই ভাবে ছোলার মধ্যে থাকে ১৫ গ্রাম প্রোটিন। তাই এই চানা আর কুইনোয়া অবশ্যই খান নিয়ম করে।

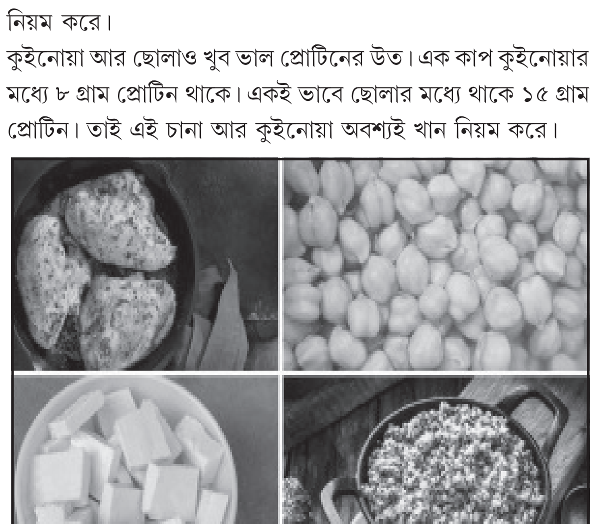

তেল ছাড়া প্রোটিন স্যালাড বানিয়ে খান, ওজন কমবেই

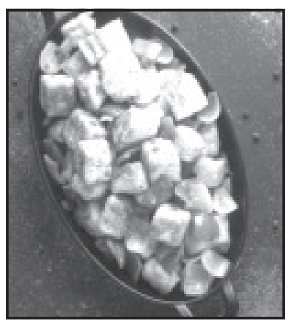

পুজোর আর ১৫ দিন বাকি। এদিকে মেঘ, ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি দেখে মোটেই তা মালুম হচ্ছে না। বৃষ্টি আর কাদা প্যাচপ্যাচে আবহাওয়া কার আর ভাল লাগে পুজোর ঠিক মুখে! এখনও বাকি পুজোর শপিং, অফিস-ওয়েদার অনেকের ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুজোর আগের একমাস জোর কদমে সকলেই শরীরচর্চা করেন। মেদবহুল চেহারাতে যে কোনও পোশাক যেমন মানায় না তেমনই শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমলে শরীর অনেক দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়। মেদ জমলে চামড়াতেও একটা ছাপ পড়ে। চামড়া কুঁচকে যায়, দেখতেও লাগে বয়স্ক। এই কারণেই বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলা খুবই প্রয়োজনীয়। এতে শরীর ভাল থাকবে, অনেক রোগ জ্বালাও সারবে।

শরীরচর্চার পাশাপাশি জোর দিতে হবে ডায়েটে। ডায়েট ঠিক থাকলে তবেই কিন্তু ওজন কমবে। এবার ডায়েট বললে অধিকাংশের ধারণা তেল ছাড়া স্বাদহীন খাবার। তবে ডায়েট খাবারও খেতে ভাল হয় যদি তা ঠিকমতো বানিয়ে নিতে পারেন।

আর ডায়েট করলে প্রোটিন বেশি খেতে হবে। প্রোটিন যেমন পেশির গঠনে সাহায্য করে ঠিক তেমনই মেদ গলাতেও সাহায্য করে। আর প্রোটিন খেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরা থাকে।

পনির প্রথমে বড় টুকরো করে কেটে নিতে হবে। একটা বাটিতে হাফ কাপ টকদই দিয়ে গোলমরিচের গুঁড়ো আর চাটমশলা মিশিয়ে নিন। হাফ চামচ কাশ্মীরী লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে-ধনে গুঁড়ো, নুন,একটু কসৌরি মেথি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। এই টকদই এর ব্যাটারে একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে আবারও ভাল করে মিশিয়ে নিয়েপনিরের টুকরো দিয়ে ভাল করে কোট করে নিতে হবে। পনিরের টুকরোতে খুব ভাল করে এই মিশ্রণ মাখিয়ে রাখুন। এবার গ্রিলড প্যানে পনিরের টুকরো দিয়ে গ্রিলড করে নিতে হবে। এবার উল্টোপিঠও গ্রিল করে নিতে হবে। লো ফ্লেমেই রান্নাটি হবে। এবার পনির ভাল করে গ্রিলড হয়ে গেলে তা তুলে অন্য একটি প্লেটে রেখে দিতে হবে। এবার পনিরের স্লাইস থেকে লম্বা টুকরো করে নিতে হবে, বাকি মশলা যা গ্রিলড প্যানে থাকল তাতে বড় বড় টুকরো করে কাটা পেঁয়াজ, হলুদ-রেড বেলপেপার, ক্যাপসিকাম, বীজ ছাড়িয়ে নেওয়া দুটো টমেটো দিয়ে নাড়াচাড়া করে গ্যাস বন্ধ করে দিন। মিক্সিতে একমুঠো ধনেপাতা, টকদই, কাঁচালঙ্কা, চাটমশলা দিয়ে গুঁড়িয়ে নিন। একটা বাটিতে ওই মিশ্রণ ঢেলে পনির, সব রকম সবজি, লেটুস, ছোট হাফ কাপ আপেল কুচি, অঙ্কুরিত ছোলা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে

দোকানের মত পরোটা আর আলুর তরকারি বানিয়ে নিন বাড়িতেই

একটা বড় বাটিতে তিন কাপ ময়দা, ১ চামচ নুন আর চিনি দিতে হবে। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দা মেখে নিতে হবে। অল্প অল্প জল দিয়ে মাখলে পরোটা অনেক বেশি নরম হবে। খুব সামান্য তেল দিয়ে ময়ান দেবেন।

এই ময়দার ডো নরম করে জল দিয়ে মাখতে হবে। এই ময়দা যত নরম করে মাখা হবে তত ভাল খেতে হবে। ময়দা মেখে একটা ট্রান্সপারেন্ট সেলোফেন পেপার দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে।

এবার আলুর তরকারি বানিয়ে নিতে হবে। কড়াইতে সাদা তেল গরম করে দুটো শুকনো লঙ্কা দিন। এর মধ্যে একটু পাঁচফোড়ন আর হিং দিন। এবার এর মধ্যে ছোট টুকরো করে কাটা দুটো আলু দিন। অল্প একটু নুন মিশিয়ে দিতে হবে। কড়াইতে ঢাকা দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে হাফ চামচ আদা বাটা মিশিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার এককাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন, দুটো কাঁচালঙ্কা ভেঙে দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে রান্না করতে হবে। উপর থেকে একটু ভাজা মশলা মিশিয়ে নিন। আলু সেদ্ধ হলে হাতা দিয়ে কয়েকটা ভেঙে নিন। এতে আলু খেতে ভাল হবে। স্বাদমতো নুন, চিনি দেখে নিতে হবে। এই আলু আগে ভাল করে ধুয়ে খোসা সহ সেদ্ধ করে নিন। এবার তা ছোট ছোট টুকরো করে তরকারিতে মেশান। এই আলুর তরকারিতে একটু খোসা থাকলে দেখতে ভাল হয়।

এবার এই ময়দার ডো আবারও হাত দিয়ে মেখে নিন। পাঁচ মিনিট ডো মেখে নিয়ে হাতে একটু তেল মাখিয়ে ময়দার ডো-তে মিশিয়ে দিতে হবে। লম্বা আকারে ডো গড়ে ওর থেকে বড় ৬ টা লেচি কেটে নিন। বেলন চাকিতে তেল মাখিয়ে যতটা পাতলা করে বেলা যায় সেই ভাবে বেলে নিতে হবে। বাকি ডো ঢাকা দিয়ে রাখুন। বাতাসের সংস্পর্শে আসলেই ডো শুকিয়ে যেতে পারে। বেলে নেওয়া রুটির একপাশে কাট দিয়ে উপর থেকে একটু ময়দা ছড়িয়ে দিতে হবে।

এবার ময়দার ডো লম্বা করে ফোল্ড করে নিতে হবে। এবার তা আবারও ফোল্ড করে গুটিয়ে ডো বানিয়ে নিতে হবে। এবার পাতলা গোল করে বেলে নিন ডো। একদম অল্প তেলে সেঁকে সেঁকে ভেজে নিতে হবে। এবার গরম অবস্থাতে পিটে নিয়ে ছিঁড়ে নিলেই তৈরি পেটাই পরোটা

ব্লাড সুগার কমাতে রোজের ডায়েটে মেনে চলুন

ডায়াবেটিস ধরা পড়লেই রোজকার খাবারে হাজারো বাধানিষেধ চলে আসে। চাইলেই সব কিছু খাওয়া যায় না। বাইরের খাবার তো একেবারেই বন্ধ। কোনও কোনও ঘরোয়া খাবারের ক্ষেত্রেও রয়েছে নিয়মকানুন। তবে নির্দিষ্ট অনেক খাবার রয়েছে যেগুলি ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তেমনই একটি খাদ্য হল রাগি বা মিলেট।

রাগিতে ফাইবার এবং খনিজের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ওজন কমাতেও সাহায্য করে। পাশাপাশি এতে থাকা ফাইবার অন্ত্রের জন্যও ভাল। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে রাগির উপকারিতা ঠিক কী এবং রোজের ডায়েটে কী ভাবে রাখা যেতে পারে এই খাদ্যশস্য।

কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স- রাগির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব কম, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি হওয়া আটকায় এবং খুবই ধীরে ধীরে শর্করার মাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী খাদ্য রাগি।

ফাইবার সমৃদ্ধ- রাগিতে ফাইবার প্রচুর পরিমাণে থাকে। এটি গ্লুকোজ শোষণকে ধীর করে দেয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি রোধ করে।

পুষ্টিসমৃদ্ধ- বিভিন্ন ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর রাগি। এই সব পুষ্টিগুলি আমাদের শরীরকে সুস্থ-সবল রাখে এবং ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে।

পেট ভরা রাখে- রাগিতে থাকা ফাইবার অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখে। তাই বার বার খিদে পাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণেও রাগির জুড়ি নেই। আর ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকলে রক্তে শর্করার মাত্রাও ঠিক থাকবে।

গ্লুটেন-মুক্ত খাদ্য- রাগি একেবারেই গ্লুটেন-মুক্ত খাদ্য। যে কারণে সিলিয়াক ডিজিজ বা গ্লুটেন ইনটলারেন্স থাকা যে সকল ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস আছে, তাঁদের জন্য রাগি খুবই উপকারী শস। দৈনন্দিন ডায়েটে রাগি অন্তর্ভুক্ত করার টিপস- রাগির হাজারও উপকারিতার কারণে রোজকার খাদ্যতালিকায় এটি রাখার পরামর্শ দেন চিকিতকরা। তবে অতিরিক্ত পরিমাণে এই শস্য খেলে শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। বমি বমি ভাব এবং বুকে ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, রাগি খুব ধীরে ধীরে হজম হয়। ফলে অতিরিক্ত রাগি খাওয়ার কারণে মারাত্মক কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হতে পারে। তাই দিনের কোনও একটা সময় অর্থাতসকালে বা দুপুরে বা রাতের মেনুতে রাখতে পারেন এই খাদ্যশস্য। - সকালের জলখাবারে রাগির খিচুড়ি, রাগি ইডলি বা দোসা অথবা রাগি প্যানকেক বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে।- দুপুরের খাবার বা লাঞ্চে রাগি রুটি, রাগি উপমা, রাগি সালাদ রাখতে পারেন। -ডিনার বা রাতের খাবারে রাগি স্যুপ, রাগি পাস্তা এবং রাগি খিচুড়ি খেতে পারেন।

কামদুনির নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে মমতাকে চিঠি অধীরের

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে আর্জি জানালেন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী।

চিঠিতে অধীররবাবু লেখেন, "বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা রয়েছে সকলের। তবে কামদুনি গণধর্ষণ এবং খুন কাণ্ডের আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। একজন সাংসদ হিসাবে এই ঘটনার রায় নিয়ে কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করা আমার উচিত নয়। নিম্ন আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল। তবে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ফাঁসির সাজা রদ করেছে।

রাজ্য পুলিশ এবং সিআইডি আধিকারিকরা এই নৃশংস ঘটনা সম্পর্কে সঠিকভাবে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। সে কারণেই ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। তবে এটা দোষারোপ করার সময় নয়।

নির্যাতিতার পরিবারের চোখের জল মুছিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হওয়ার সময়। কারণ, আমরা সকলেই জানি সন্তানকে হারানোর যন্ত্রণা ঠিক কেমন। দয়া করে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করুন। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তাঁদের পাশে দাঁড়ান।"

উল্লেখ্য, শুক্রবারই কামদুনি গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ফাঁসির সাজা রদের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। পরিবর্তে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দোষী আনসার আলি মোল্লা এবং সইফুল আলি মোল্লাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বেকসুর খালাস আমিন আলি, ইমানুল হক, ভোলানাথ নস্কর এবং আমিনুর ইসলাম। দোষীরা বেকসুর খালাস হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়াল এবং টুম্পা কয়াল। তাঁদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত রাজ্য সরকার না করলে 'প্রাইভেট এজেন্সি'র মাধ্যমে সে ব্যবস্থা করা হবে বলেই আশ্বাস শুভেন্দু অধিকারীর।

আবারও কেঁপে উঠল নেপালের বাজং, কম্পনের মাত্রা ৫.৩

কাঠমাণ্ডু, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : নেপালের বাজং জেলায় ফের ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সেখানকার মানুষদের মধ্যে এজন্য আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গত মঙ্গলবার বাজং জেলায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের চার দিন পর শনিবার আবারও ভূমিকম্পের কারণে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। শনিবার সকাল ১১টা ৪৫ থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত তিনটি বড় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই কম্পনের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ছিল ৪.৫ থেকে ৫.৩ পর্যন্ত।

নেপালের জাতীয় ভূমিকম্প পরিমাপ কেন্দ্র জানিয়েছে, গত মঙ্গলবারের ৫.৩ এবং ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পের পর শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত অনেক আফটারশক অনুভূত হলেও শনিবার আবারও ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয় বাজং জেলার ভাতেখোলা গ্রামে। বাজং জেলার প্রধান জেলা আধিকারিক নারায়ণ পান্ডে জানান, সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পটি অনুভূত হয় সকাল ১১টা ৪৫ নাগাদ। তারপরে এক ঘন্টার ব্যবধানে আরও দুটি কম্পন অনুভূত হয়। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পান্ডে জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানার চেষ্টা চলছে।

এদিকে, শুক্রবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহল, বাজং-এর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণও ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী দাহল ভূমিকম্পে যাদের বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণাও করেন।

হামাস গোষ্ঠীর হামলায় মৃত্যু ২২ জন ইজরায়েলির, বেঞ্জামিন বললেন শত্রুদের মূল্য চোকাতে হবে

গাজা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): প্যালেস্তেনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ধারাবাহিক হামলার জবাবে এ বার গাজা ভূখণ্ডে 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' ঘোষণা করল ইজরায়েল।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দফতরের তরফে শনিবার জানানো হয়েছে, শীঘ্রই উচ্চপদস্থ সেনা আধিকারিক এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে গাজা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বৈঠক করবেন তিনি।

ইজরায়েলের হামাস জঙ্গিদের হামলায় এখনও পর্যন্ত ২২ জন ইজরায়েলির মৃত্যু হয়েছে। জখম ও আহতের সংখ্যা ২৫০-এর বেশি। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি, কোনও অপারেশন বা রাউন্ডে নয়, যুদ্ধে আছি।

আজ সকালে হামাস ইজরায়েল রাষ্ট্র এবং তার নাগরিকদের বিরুদ্ধে একটি হত্যাকারী আশ্চর্যজনক আক্রমণ শুরু করেছে...শত্রুদের একটি অভূতপূর্ব মূল্য দিতে হবে...আমরা যুদ্ধে আছি এবং আমরা এটি জিতব।

গাজায় সক্রিয় হামাস বাহিনী শুক্রবার রাতে ইজরায়েলি সেনা এবং বসতি লক্ষ্য করে গাজা থেকে ৫,০০০-এর বেশি রকেট ছুড়েছে বলে নেতানিয়াহু সরকারের অভিযোগ। তাদের দাবি, হামাসের বিশেষ বাহিনী 'অপারেশন আল আকসা ফ্লাড' শুরু করেছে গাজায়। হামলা চালাতে তারা বিস্ফোরক বোঝাই প্যারাগ্লাইডারও ব্যবহার করেছে।

দাবির সমর্থনে ভিডিয়ো ফুটেজও প্রকাশ করেছে ইজরায়েল। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর দফতরের তরফে শনিবার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "হামলাকারী জঙ্গিদের সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।"

অ্যাসিড হামলায় নিষ্ক্রিয়তা, ১৬ অক্টোবর তলব হুগলির তিন পুলিশকর্তাকে

হুগলি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): হুগলিতে মহিলার ওপর অ্যাসিড হামলার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলল জাতীয় মহিলা কমিশন। ১৬ অক্টোবর তলব করা হয়েছে হুগলি গ্রামীণের এসপি, ডিএসপি ও এই মামলার তদন্তকারী অফিসারকে।

সম্প্রতি হুগলিতে বিজেপির এক মহিলা কর্মীর ওপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জাতীয় মহিলা কমিশনের অভিযোগ, এই ঘটনায় পুলিশের গাফিলতি রয়েছে। ঘটনার ৪ ঘণ্টা পর পুলিশ পৌঁছয়। এমনকী, জাতীয় মহিলা কমিশনের তদন্তেও বাধা সৃষ্টি করছে পুলিশ। তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

রাজ্যেরও সহযোগিতা মেলেনি বলে জাতীয় মহিলা কমিশনের অভিযোগ। কমিশনের আরও অভিযোগ, অ্যাসিড-হামলার ক্ষেত্রে হাসপাতালের প্রোটোকলও মানা হয়নি। আক্রান্ত মহিলা অভিযোগ করেন, অভিযুক্তরা তৃণমূল করে। পুলিশ ১২ ঘন্টা পর এফআইআর করেছে। অভিযোগকারিণীকে কোনও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেয়নি।

সিকিম বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ বাংলার চিকিৎসক

পশ্চিম বর্ধমান, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সিকিম বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ ফলতার ইএসআই হাসপাতালের চিকিৎসক রাহুল দেব মাজি। মূলত পুজোর সময় ছুটি মিলবে না, তাই আট বন্ধুকে নিয়ে গত মাসের শেষে সিকিম বেড়াতে গিয়েছিলেন ফলতার জুনিয়র চিকিৎসক রাহুল দেব মাজি। কিন্তু এখনও নিখোঁজ ওই চিকিৎসক। উদ্বেগে গোটা পরিবার।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের ডক্টরস কলোনির প্রীতিলতা ওয়েদ্দার সরনির বাসিন্দা রাহুল দেব মাজি। দুর্গাপুর, বর্ধমান ও কলকাতার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বর্ধমানেরই এক ট্রাভেল এজেনসি মারফত, গত ৩০ তারিখ সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে সিকিমের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। গত তিন তারিখ রাত্রি ন'টা নাগাদ শেষ বারের মতো পরিবারের সঙ্গে কথা হয়। এরপর থেকে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না রাহুলের সঙ্গে। একমাত্র ছেলের চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে এখন এই পরিবারের। বাকি বন্ধুদের সঙ্গে এবং ওই বর্ধমানের ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

হিন্দমোটরের বন্ধ কারখানা চত্বর থেকে যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

হুগলি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): হিন্দমোটরের বন্ধ কারখানা চত্বর থেকে শনিবার সকালে উদ্ধার হল যুবকের দেহ। প্রাতঃভবনে বেরিয়ে স্থানীয়রা নর্দমায় দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, খুন করা হয়েছে তাঁকে। তবে ঘটনাস্থলেই খুন নাকি অন্য কোথাও খুন করে দেহ কারখানা চত্বরে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।

যুবকের নাম, পরিচয় এখনও জানা যায়নি। স্থানীয়দের দাবি, রাত বাড়লেই এলাকায় বাড়ছে

বাগডোগরায় রাজ্যপালের গাড়ি লক্ষ্য করে কালো পতাকা তৃণমূলের

বাগডোগরা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার দার্জিলিং যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে অ্যাপ্রোচ রোডে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের গাড়ি লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখানো হয় তৃণমূলের তরফে। তৃণমূলের কথায়, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনদিন ধরে রাজভবনের বাইরে বসে রয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বঞ্চিতরা। অথচ রাজ্যপাল পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেকারণেই কালো পতাকা দেখানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দিল্লি থেকেই রাজভবন অভিযানের ডাক দেয় তৃণমূল। পূর্ব ঘোষণা মেনে ৫ অক্টোবর থেকে রাজভবনের সামনে ধর্না শুরু হয়। বৃহস্পতিবার কেরল থেকে দিল্লি ফেরার পর কলকাতার পরিবর্তে রাজ্যপাল সোজা চলে যান উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে। এমনকি, তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে উত্তরবঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন রাজ্যপাল। এরপরই রাজ্যপাল না ফেরা পর্যন্ত ধর্না মঞ্চ থেকে সরবেন না বলে জানিয়ে দেন অভিষেক। ফের দার্জিলিং রাজভবনে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে ডাকেন রাজ্যপাল। সৌজন্যতার খাতিরে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে এদিনই উত্তরবঙ্গে যাচ্ছে তৃণমূলের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল। দ্রুত যাতে রাজ্যপাল রাজভবনে ফেরেন সেকথাই জানাতে গিয়েছেন তাঁরা।

বোসের সঙ্গে বৈঠক, দার্জিলিংয়ে রওনা দিয়েছেন কল্যাণ-মহুয়া-প্রদীপ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): শনিবার দার্জিলিংয়ে তৃণমূল ও রাজ্যপালের বৈঠক। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করতে সময় দিয়েছেন বোস।

দার্জিলিংয়ের পথে এদিন রওনা দিয়েছেন দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র ও রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বিকাল ৫.৩০টায় সময় দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

দিল্লির কৃষি ভবন থেকে ফিরে আসার পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজভবন অভিযানের ডাক দেন। সেইমতো রাজভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন শাসকদলের প্রতিনিধিরা।

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গে এ দিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা তিনজন দার্জিলিংয়ে যাচ্ছি কিন্তু প্রধান প্রতিনিধি দল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজভবনে যাবে। ওই প্রতিনিধি দলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরাও থাকবে, সাংসদরা থাকবে এবং মন্ত্রীরা থাকবে। যেহেতু রাজ্যপাল ইচ্ছা প্রকাশ করছে দার্জিলিংয়ে দেখা করবেন তাই ওঁনাকে সম্মান জানানোর জন্য আমরা তিনজন সেখানে যাচ্ছি।"

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

মঙ্গলবার এশিয়া গেমসের কৃতিদের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী মোদী

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): "আমি ১০ তারিখে আমাদের এশিয়ান গেমস কন্টিনজেন্টের আয়োজন করার এবং আমাদের ক্রীড়াবিদদের সাথে আলাপচারিতার জন্য উন্মুখ।" শনিবার এক্স হ্যাণ্ডেলে এই মন্তব্য করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি লিখেছেন, "এশিয়ান গেমসে ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন! ভারতের জনগণ রোমাঞ্চিত যে আমরা ১০০ টি পদকের একটি অসাধারণ মাইলফলক ছুঁয়েছি। আমি আমাদের অসাধারণ ক্রীড়াবিদদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যাঁদের প্রচেষ্টা ভারতের জন্য এই ঐতিহাসিক মাইলফলকের দিকে নিয়ে গেছে। প্রতিটি বিস্ময়কর কৃতিত্ব ইতিহাস তৈরি করেছে এবং আমাদের হৃদয় গর্বে ভরিয়েছে।

এশিয়ান গেমসে কম্পাউন্ড আর্চারিতে পুরুষদের স্বতন্ত্র ইভেন্টে স্বর্ণ জয়ের জন্য ওজস প্রবীণ দেওতালেকে অভিনন্দন। তাঁর নির্ভুলতা, দৃঢ় সংকল্প এবং অটল লক্ষ্য এটি আবার করেছে এবং আমাদের জাতিকে গর্বিত করেছে। ভারতের জন্য আর একটি গর্বের মুহূর্ত!

কম্পাউন্ড আর্চারিতে এশিয়ান গেমসে তাঁর তৃতীয় স্বর্ণপদক জয়ের জন্য জ্যোতি সুরেখা ভেন্নামকে অভিনন্দন। তাঁর নিষ্ঠা ও দক্ষতা জাতিকে গর্বিত করে চলেছে। এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক ঘরে আনার জন্য যৌগ তীরন্দাজে শ্রেষ্ঠত্বের আলোকবর্তিকা অদিতি গোপীচাঁদ স্বামীকে অভিনন্দন। তাঁর নির্ভুলতা এবং উৎসর্গ চমকপ্রদ। ভারত এই অসাধারণ অর্জন উদযাপন করছে।"

ভ্রাম্যমান রান্নাঘরের সূচনা মধ্যপ্রদেশ সরকারের

ভোপাল, ৭ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ সরকার ভ্রাম্যমান রান্নাঘর পরিষেবা চালু করছে। এই প্রকল্পের নাম "দীনদয়াল উপাধ্যায় রাসোই যোজনা"। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, ৫ টাকায় দরিদ্রদের ভরপেট খাওয়ানো। এখন থেকে ভ্রাম্যমাণ রান্নার কেন্দ্রগুলিও এই প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হবে। শনিবার স্মার্ট সিটি পার্কে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এই ভ্রাম্যমাণ রান্নাঘর কেন্দ্রগুলির উদ্বোধন করেন।

বর্তমানে, ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার ইন্দোর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ৪টি ভ্রাম্যমাণ রান্নাঘর কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এছাড়া ভোপালে ৩টি এবং জবলপুর এবং গোয়ালিয়রে ২টি করে ভ্রাম্যমান রান্নার কেন্দ্র চালু করা হবে। এগুলি ছাড়াও, পিথমপুর এবং মন্ডিদীপে ১২টি, অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে একটি করে ভ্রাম্যমান রান্নার কেন্দ্র চালু হচ্ছে।

শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী চৌহান বেলন, আজ আমরা"দীনদয়াল উপাধ্যায় রাসোই যোজনা"---র অধীনে ভ্রাম্যমান রান্নাঘর কেন্দ্র চালু করছি। এখন থেকে আর কোনও দরিদ্র ভাই-বোনেদের খাওয়ার জন্য কোথাও যেতে হবে না। আপনি যেখানেই থাকবেন খাবার সেখানেই পৌঁছে যাবে, আর এই খাবারের জন্য আপনাদের মাত্র ৫ টাকা মূল্য দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী চৌহান। শ্রমিক ভাই-বোনেরাও এখন থেকে এই যোজনার অধীনে ভাল মানের খাবার পাবেন। একজন দরিদ্র যদি পর্যাপ্ত খাবার পায় তাহলে তার আত্মাও তৃপ্ত হয়, এর চেয়ে বড় পুণ্য আর কিছুতে নেই।

প্রতিটি রাজ্যেই জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): বিহারের মতো প্রতিটি রাজ্যেই জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত। এই মন্তব্য করলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'প্রতিটি রাজ্যে জাতিগত জনগণনা হওয়া উচিত। এমনকি নির্বাচনেও দলগুলি রাজ্যগুলিতে জাতিগত জনগণনা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সরকারের কাছে সমাজের তথ্য থাকা উচিত যাতে সেই অনুযায়ী নীতি তৈরি করা যায়। যারা এর বিরোধিতা করছেন, তাঁদের উচিত প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে আবেদন করা এবং এটি সারা দেশে করা উচিত।'

তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, 'নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে, বিহারে জাতিগত জনগণনা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং বিহারই প্রথম রাজ্য উঠেছে যেখানে জনসংখ্যার বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে। আমি খুশি যে অন্যান্য রাজ্যও এটি করতে যাচ্ছে। যাইহোক, এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর করা উচিত ছিল কারণ ভারত সরকারের জনগণনা পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে।'

মহারাষ্ট্রের পুনেতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত ১, আহত ৪ জন

মুম্বই, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় শুক্রবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি পাঁচ জনকে পিষে দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে, চার জন আহত হয়েছে। আহত চারজনকে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মদ্যপ গাড়ির চালক ও তার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার গভীর রাতে গাড়ির চালক উমেশ হনুমন্ত ওয়াঘমারে (৪৮ বছর) এবং গাড়ির মালিক নটরাজ বাবুরাও সূর্যবংশী (৪৪ বছর) অলকা চক এলাকায় জেড ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। দুজনেই গাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় ছিল। চালক উমেশ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে পথচারী এক যুবককে ধাক্কা মারে এবং একটি দুচাকার গাড়িতে থাকা চারজনকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই পথচারী বিশ্বনাথ উপদের মৃত্যু হয়। গাড়িতে থাকা চারজন গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

করিমগঞ্জের রাতাবাড়িতে উদ্ধার ৫৬৮ গ্রাম হেরোইন, গ্রেফতার তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৫৬৮ গ্রাম হেরোইন। মাদক হেরোইন পাচারের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তিনজনকে।

গোপন খবর ভিত্তিতে শুক্রবার মধ্যরাতে করিমগঞ্জ জেলা পুলিশের একটি দল অভিযান রাতাবাড়ি থানাধীন গন্ধরাজবাড়িতে একটি গাড়ি আটক করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সিটের নীচে এবং অন্য গোপন চেম্বার থেকে ৫২টি সাবানের কেস বের করে সেগুলি থেকে ৫৬৮ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। গন্ধরাজবাড়িতে উদ্ধারকৃত হেরোইনের বাজারমূল্য এবং ধৃতদের নাম-ধাম ইত্যাদি সম্পর্কে এখনই বিস্তারিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে গেট মিটিং শুরু হল ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে

নাগরাকাটা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : বোনাসের দাবিতে অনড় চা শ্রমিকরা। শুক্রবারের তৃতীয় বোনাস বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর গেট মিটিং শুরু হল ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে। শনিবার সকালে ডান-বাম বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে গেট মিটিংয়ে শামিল হয়। তাদের দাবি ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে। দাবি মোতাবেক বোনাস না মিললে রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে ধর্মঘটের মতন কড়া হুঁশিয়ারি তারা দিয়ে রেখেছেন। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শনিবার সকাল থেকে তরাই ও ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি চাবাগানে গেট মিটিংয়ে শামিল হয় শ্রমিক সংগঠন গুলির একাংশ।

এদিন সকাল থেকেই লুকসান চা বাগানের গেট মিটিংয়ে অংশ নেয় বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টিম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। উপদেষ্টা চুনিলাল মুন্ডা বলেন, ২০ শতাংশ বোনাস শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার। তা থেকে মালিকপক্ষ বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এটা মেনে নেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। দ্রুত দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে শনিবার থেকে চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার তরাই ইন্ডিয়ান প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন(টিপা)র অধীনে থাকা সব বড় বাগানে এক ঘন্টা করে গেট মিটিং করে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। সংগঠনের জেলা কমিটির জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি কালু সিং জানান, মালিকপক্ষের বক্তব্য তারা ১৫ শতাংশ হারে বোনাস দেবে। কিন্তু সংগঠনের দাবি ২০ শতাংশ হারে বোনাসের। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ২৮ টি চা বাগানে গেট মিটিং হয়েছে।

২০ শতাংশ বোনাসের দাবীতে কাজ বন্ধ রেখে ধর্ণায় বসল বানারহাটের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের সমস্ত শ্রমিক। শনিবার সকাল থেকেই বন্ধ থাকল চা বাগানের সমস্ত কাজকর্ম। গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম শ্রমিক সংগঠনের সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়ন নেতৃত্ব এক ছাতার নিচে এসে গেট মিটিং করে। পরে তারা ফ্যাক্টরি গেটের সামনে ধর্ণায় বসে বিক্ষোভ দেখায়। ২০ শতাংশ বোনাস না দিলে জাতীয় সড়ক অবরোধের হুমকি দেয় শ্রমিক নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এবারের তৃতীয় বোনাস বৈঠক শুক্রবারও চলে। কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে দুদিনের বৈঠকটি হয়। কোন সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি। মালিকরা সর্বশেষ ১৫ শতাংশ হারের বোনাস প্রস্তাব দেয়। জোটবদ্ধ শ্রমিকরা তা অস্বীকার করে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী ১০ অক্টোবর চতুর্থ বোনাস বৈঠক ডাকা হয়েছে। এখন সেদিকেই চোখ উত্তরবঙ্গের দশ লক্ষ চা শ্রমিকের।

গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরে মহিলা সহ ছয় মাদক কারবারি গ্রেফতার

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরে মহিলা সহ ছয় মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৮৭.৪ গ্রাম হেরোইন।

মাদক কারবারে জড়িত অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিনোদ মেধি, মার্শাল সুটিং, রাজ থাপা, বিকি লিংডো, জনবক এবং সাহারা বেগম বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ধৃদের সোনাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য এক খবরের ভিত্তিতে আজ শনিবার সকালে গুয়াহাটির উপকণ্ঠ সোনাপুরের আমতলাবস্তিতে মাদক-বিরোধী অভিযান চালিয়েছিল এসটিএফ-এর দল। এসটিএফ-এর অফিসার কপিল পাঠকের নেতৃত্বে আমতলাবস্তির একটি চা ও পানের দোকানে অভিযান চালিয়ে হেরোইন ভরতি ৩০টি এবং ৯-টি খালি কন্টেইনার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

৩০টি কনটেইনার থেকে ৮৭.৪ গ্রাম হেরোইন সহ পাঁচটি মোবাইল ফোনের হ্যান্টসেট এবং নগদ ৪, ৭০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন এসটিএফ-এর অভিযানকারীরা।

সিকিমে হড়পা বানে মৃত্যু বেড়ে ২৭; নিখোঁজ শতাধিক মানুষ, লাচেন ও লাচুং-এ আটক

গ্যাংটক, ৭ অক্টোবর (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং লোনাক হ্রদ উপচে বন্যায় বিপর্যস্ত সিকিমে এখন শুধুই ধ্বংসের ছবি আর হাহাকার। উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক দেহ। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৭। রাজ্যের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, সেনা কর্মী-সহ শতাধিক মানুষ নিখোঁজ, সংখ্যাটা ১৪২।

প্রশাসন সূত্রের খবর, ১৮টি দেহই উদ্ধার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এদের মধ্যে চারজন জওয়ান-সহ ছ""জনের দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। যত দ্রুত সম্ভব ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামত করার চেষ্টা চলছে। সিকিমে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং।

গত বুধবারের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম, ২৫ হাজারের বেশি মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন। ১, ২০০-র বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১৩টি সেতু তলিয়ে গিয়েছে। অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ। এদিকে, ৩ হাজারের বেশি পর্যটক সিকিমের মাঙ্গান জেলার লাচেন এবং লাচুং-এ আটকে পড়েছেন। ভারতীয় বিমান বাহিনী এমআই-১৭ হেলিকপ্টার দ্বারা উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য্যক্রম চালানোর জন্য একাধিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক পরিষদের ২৪-তম সভার সভাপতিত্ব করলেন অমিত শাহ

তেহরি গাড়োয়াল, ৭ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার উত্তরাখণ্ডের তেহরি জেলার নরেন্দ্র নগরে কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক পরিষদের ২৪-তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন। বৈঠকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তেহরির নরেন্দ্রনগরে ২৪-তম সেন্ট্রাল জোনাল কাউন্সিলের সভার উদ্বোধনে স্বাগত জানিয়েছেন। পরে, অমিত শাহ দেহরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (এফআরআই) অনুষ্ঠিত ৪৯-তম অল ইন্ডিয়া পুলিশ সায়েন্স কংগ্রেসেও অংশ নেবেন। ৫-জি যুগে পুলিশিং, মাদকদ্রব্য, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সোশ্যাল মিডিয়া চ্যালেঞ্জ এবং কমিউনিটি পুলিশিং-এর উপর জোর দেবে এই সম্মেলন।

পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে এটি আয়োজন করা হচ্ছে।

নতুন ইতিহাস গড়লেন সা-চি জুটি

হানঝাউ, ৭ অক্টোবর(হি.স,): ছেলেদের ব্যাডমিন্টন ডাবলসে সোনার অক্ষরে ইতিহাস লিখে ফেললেন সা-চি জুটি। সিঙ্গলস, ডাবলস, টিম সব ধরলে এই প্রথম ব্যাডমিন্টন থেকে সোনা এল ভারতে। আজ সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি ডাবলসে ২১-১৮,২১-১৬ গেমে উড়িয়ে দিলেন কোরিয়ান জুটিকে। সব মিলিয়ে ২৬টি সোনা এল এশিয়ান গেমস থেকে।

কোচবিহারে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

কোচবিহার, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : সোনার দোকানে একের পর এক চুরি ঘটনায় ইতিমধ্যেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে রাজ্যের। তার কারণ এখন আর শুধুই চুরিতে আটকে নেই। সোনার দোকানে ইতিমধ্যেই হামলা চালিয়ে পরপর গুলির ঘটনাও ঘটেছে। ফের ভুগতে হল কোচবিহারের তুফানগঞ্জের আরও এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে।

তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের ধলপল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছাটারামপুর বাজার এলাকায় সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।জানা গিয়েছে, তাপস বিশ্বাস নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে রাতের অন্ধকারে শাটার ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সকালে পাশের দোকানদার সুকুমল বিশ্বাস দোকানে এসে দেখতে পান সোনার দোকানের শাটার ভাঙা। তড়িঘড়ি দোকানের মালিকে খবর দেন।খবর চাউর হতেই দোকানের সামনে ভিড় জমে যায় দোকানের সামনে। দোকানের মালিক জানান, নগদ ৫০ হাজার টাকা-সহ লক্ষাধিক টাকার সোনা রুপো নিয়ে গেছে চোরের দল। ঘটনা স্থলে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে।কিছুকাল আগে একইদিনে রাজ্যের দুটি জেলা রানাঘাট ও পুরুলিয়ায় ২টি সোনার দোকানে পরপর ডাকাতি ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি-র সেই ভয়াবহ ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। ডাকাতির এই ঘটনা ফের চোখে আঙুল দেখিয়ে দিল স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বর্তমান নিরাপত্তার চেহারাটা এই মুহূর্তে কোথায় দাঁড়িয়ে? এসবের জের মিটতে না মিটতেই ফের দুষ্কৃতির নজরে সোনার দোকান।

অভিষেকের পাল্টা এক লক্ষ ‘বঞ্চিতের’ সমাবেশ ঘোষণা শুভেন্দুর

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) :তৃণমূলের ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’ অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির পর ময়দানে নামতে চলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার জ্যোতির পাশে বসেই তিনি জানিয়ে দিলেন, রাজ্যের বহু মানুষ কেন্দ্রীয় সুবিধা পাওয়ার ‘যোগ্য’ হলেও পাননি। পুজোর পর এ রকমই প্রায় এক লক্ষ মানুষকে কলকাতায় নিয়ে আসবেন তিনি। তাঁরা জানাবেন নিজেদের ক্ষোভ।শুভেন্দুবাবু এ-ও জানিয়েছেন, তিনি চান, ওই মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সম্মতি দিয়েছেন জ্যোতি। তিনি বলেন, “আমি ঝাঁসির রানির দেশের মেয়ে। আমি পালিয়ে যাওয়ার পাত্রী নই।”এ বিষয়ে যে দলের সঙ্গে শুভেন্দুবাবু আলোচনা করেননি, তা-ও তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট। শনিবার জ্যোতির এক পাশে ছিলেন শুভেন্দুবাবু। অন্য পাশে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। নিজের এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, “আমি তাঁকে (সুকান্তবাবু) বলব এটা নিয়ে ভাবতে।” এর পরেই তিনি বলেন, “আমি চাইব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।”শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ, রাজ্যে এক লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড হোল্ডার রয়েছে। সেই জব কার্ড দেখিয়ে ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রের বরাদ্দের টাকা নয়ছয় হয়েছে। এ নিয়ে দিল্লিতে জ্যোতির দফতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন শুভেন্দুবাবু। এ বার কলকাতায় সেই জ্যোতির পাশে বসে আবারও একই অভিযোগ তুললেন।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেছেন, তখন সেক্টর ফাইভে বিজেপির দফতরে বসে শুভেন্দুবাবু জানান, বহু মানুষ কেন্দ্রীয় সুবিধা পাওয়ার অধিকার থাকলেও তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। পরিবর্তে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, চাকরিপ্রাপ্তদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায় বাড়ি পাইয়ে দিয়েছে তৃণমূল। যাঁরা ‘বঞ্চিত’ হয়েছেন, পুজোর পর তাঁদের কলকাতায় এনে জমায়েত করতে চান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আজও নিয়ম মেনে চলছে নদিয়ার শতাব্দী প্রাচীন ‘বুড়িমা’র পুজো

নদিয়া, ৭ অক্টোবর (হি.স.): কয়েক শতকের পুরনো কথা। সেই সময় দিল্লির মসনদে সম্রাট আকবর। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁর সেনারা দিকে-দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাঁদের হুঙ্কারে বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছেন ছোট ছোট রাজ্যের অনেক রাজারাই। কিন্তু সেই দাপটের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন বারোভুঁইয়াদের অন্যতম যশোরের (অধুনা বাংলাদেশের) রাজা প্রতাপাদিত্য।এই খবর শুনে চটে লাল দিল্লির বাদশাহ। সঙ্গে সঙ্গে তলব করেন সেনাপতি মান সিংকে। আদেশ দেন, যে ভাবেই হোক প্রতাপাদিত্যকে ধরতে হবে, জীবিত হোক বা মৃত। গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে চিন্তায় পড়লেন প্রতাপাদিত্য, যুদ্ধ শুরু হলে তাঁর নাবালক পুত্রের দায়িত্ব কে নেবে!রাজার দুশ্চিন্তা কথা জানতে পেরে দেওয়ান দুর্গারাম চৌধুরী রাজার ছেলের দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানান। এর মধ্যেই মান সিং বিশাল বাহিনী নিয়ে যশোর আক্রমণ করেন। সেই সময় দুর্গারাম রাজার ছেলেকে নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে আসেন অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার থানারপাড়া থানার ধোড়াদহ গ্রামে।চারিদিকে জল আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে নাবালক রাজপুত্রকে নিয়ে লুকিয়ে থাকতেন। যুদ্ধ শেষ হয়েছে শুনে, দেওয়ান রাজাকে খবর দেন তাঁর ছেলে ভালো আছে। ছেলেকে রক্ষা করার জন্য প্রতাপাদিত্য খুশি হয়ে দুর্গারামকে পাঁচটি মহল দান করেন।পাঁচ মহলের একটির বর্তমান নাম ধোড়াদহ। জঙ্গলে আত্মগোপন করার সময় দেবী দুর্গার কাছে মানত করেছিলেন, রাজার সন্তানকে রক্ষা করে নিরাপদে যেন রাজার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর করা মানত অনুযায়ী, ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে খড়ের চালা ঘরে দুর্গাপুজো শুরু করেন।পরে ১৭৫৩ সালে পাকা দালান করে সেখানে জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো শুরু হয়। রীতি মেনে সেই পুজো আজও চলে আসছে।বারোভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানের বাড়িতে সেই পুজো আজও চলছে। মানত করে পুজোর সূচনা করেছিলেন প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান। বর্তমানে এলাকায় ‘বুড়িমা’ নামে খ্যাত নদিয়ার শতাব্দী প্রাচীন সেই দুর্গাপুজো।

হাইলাকান্দি ঘাড়মুরায় পশু টিকাকরণ শিবির

হাইলাকান্দি (অসম) ৭ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবার হাইলাকান্দি ঘাড়মুরা বাজারের মাঠে এক পশু টিকাকরন শিবির অনুষ্ঠিত হবে। হাইলাকান্দি ভেটেনারি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে ওই অঞ্চলের গৃহপালিত পশুর টিকাকরনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন খণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারি নির্দেশের সংকল্প সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার ঘাড়মুরা জিপি অফিস এক পশু টিকা করনের শিবিরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাতের হলে ওই শিবিরে টিকা করনের জন্য পশু নিয়ে না আসতে পারায় রবিবার অর্থাৎ ৮ অক্টোবর পুনরায় পশু টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

জেলাশাসক

● প্রথম পাতার পর

জ্ঞাপন করেন মৃত আলী হোসেন মোল্লার পরিবার।জানা যায় ইতিমধ্যে জেলা শাসক ড়বিশাল কুমার কে পশ্চিম ত্রিপুরায় সরকারি চাকরির নিয়ম অনুযায়ী বদলি করা হয়েছে। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড়বিশাল কুমার সিপাহীজলা জেলায় কর্মরত থাকাকালীন এমন অনেক জায়গার ভূয়া দলিলের তথ্য বের করতে সক্ষম হয়েছেন।যার ফলে ইতিমধ্যে ড়বিশাল কুমার কে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসবে এই আশঙ্কায় অনেক সরকারি অফিসারের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছিল। সিপাহীজলা জেলাশাসক ড়বিশাল কুমারের বদলি সাধারণ জনগণের মধ্যে অনেক অজানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও ঐ সময়ে ৫০০ মেগাওয়াট সৌরশক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, সভ্যতার অগ্রগতিতে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদাও ক্রমেই বাড়ছে। অযথা বিদ্যুতের অপচয় না করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যবাসীর কল্যাণে কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের জিএম র’ন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি হরিশংকর পাল, খোয়াই পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, ভাইস চেয়ারপার্সন নিবাস সাহা, খোয়াই প’ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দাস প্রমুখ। ৩৩ কেভি সাবস্টেশন ও দ্বিতল কন্ট্রোল রুম ভবনের নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

বি এড করা এস সি ক্যাটাগরির বহু ছাত্র-ছাত্রী। প্রায় ৯০ু ছাত্রছাত্রীর কপালে এখনো স্টাইপেন্ড জুটেনি।

বহুবার গোর্খাবস্তিস্থিত জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে এসে স্টাইপেন্ডের দাবিতে আধিকারিকদের সাথে কথা বললেও, শুধু তারিখ ছাড়া আর কিছুই মিলছে না। আর্থিক সংকটে ছাত্র ছাত্রীরা শনিবার পুনরায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে অধিকর্তার রুমের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু আজও তারিখ ছাড়া আর কিছুই মিলেনি।। সরকার সব জেনেও উদাসীন। অবিলম্বে বকেয়া স্টাইপেন্ডের এর টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করতে বাধ্য করে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

মালিক

● প্রথম পাতার পর

তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মতাই পুলিশ ফাঁড়ি থেকে গ্রেপ্তার হওয়া চারজন বাংলাদেশের সহ বাড়ির মালিক আশীষ মজুমদারকে বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসা হয়েছে। এর পর পুলিশ এ চারজন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে পুলিশ। তিন দিনে পুলিশ রিমান্ড আবেদন করে আদালতে সোপর্দ করে বাংলাদেশের সহ বাড়ির মালিক আশীষ মজুমদারকে।

জানা যায়, মাথায় কাঁটাতার সীমান্ত দিয়েই অবৈধভাবে প্রবেশ করে এ চারজন বাংলাদেশী। গুজরাটের সুরাটে উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্যই বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে। তবে কি কারনে গুজরাট সুরাটে যাবে এ বাংলাদেশিরা তা জানা যায়নি। তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড পেলে হয়তো সব তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে এমনটাই ধারণা করছে আরক্ষা প্রশাসন।

পদির্শনে মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ঝরে পড়ছে। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী সান্তনা চাকমাকে পুরনো ভবনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে মন্ত্রী বলেন, জেলা কারাগার নতুন করে কৈলাসহরের জারুলতলী এলাকায় নির্মান করা হচ্ছে। নতুন পাকা ভবনের কাজ প্রায় নব্বই শতাংশ সম্পন্ন হয়ে গেছে। খুব দ্রুত জেলা কারাগার স্থানান্তর করা হবে বলে জানান তিনি।

ধোলাই

● প্রথম পাতার পর

গাড়ির ব্যাটারি সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। ওই সময় বাড়িতে কেউ ছিল না।এলাকাবাসী ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে চিৎকার চেচামেচি শুরু করন।তখন পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে চোরকে হাতেনাতে আটক করে সানীয় মানুষ।সাথে সাথে তারা পূর্ব থানায় খবর পাঠিয়েছেন। তখন ওই বাড়িতে কেউ ছিল না বলে জানিয়েছেন তিনি।র্পবতী সময়ে পুলিশের হাতে চোরকে তুলে দিয়েছে।পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছেন।

শিল্পাঞ্চলজুড়ে জাল লটারির টিকিট বিক্রির রমরমা কারবার, অন্ডালে পুলিশের জালে ধৃত ১

দুর্গাপুর, ৭ অক্টোবর (হি. স.) ফের জাল লটারি টিকিট বিক্রির রমরমা কারবার। জামুড়িয়া, উখড়ার পর এবার অন্ডালের কাজোড়া সরিষাডাঙ্গা এলাকায় জল লটারি টিকিট সহ ধরা পড়ল এক বিক্রেতা। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর জাল টিকিট ও নগদ টাকা। শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম মাধব মন্ডল। শুক্রবার কাজোড়া মোড় সংলগ্ন সরিষাডাঙ্গা সব পোস্ট অফিস এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে ১০০০ জাল লটারি টিকিট ও ২৩৫০ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকবছর ধরে রাজ্যজুড়ে ডিয়ারি লটারি বিক্রি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। অভিযোগ, লটারি বিক্রির নামে সাধারন গরিব মানুষকে সর্বসান্ত করছে। আর এই টিকিট বিক্রি নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যের লটারি টিকিট বিক্রি বড় ধরনের কেলেঙ্কারী। এবার জাল লটারি টিকিটের রমরমা কারবার হদিশ উঠে এল শিল্পাঞ্চলে। যার কবলে পড়ে দৈনিক হাজার হাজার টাকা খোয়াচ্ছে সাধারন দিনমজুর পরিবার। গত কয়েকমাস ধরে তাবত আসানসোল-দুর্গাপুরে এই জাল লটারি টিকিটের রমরমা কারবার শুরু হয়েছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি উখড়ার বাজপায়ী মোড় ও বাজপায়ী মিল সংলগ্ন দুটি লটারি টিকিটের দোকানে হানা দেয় পুলিশ। জাল লটারি টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে শেখ জামালউদ্দিন ও উত্তম কুন্ডু নামে দু’’জন গ্রেফতার করে পুলিশ। দোকান থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর জাল লটারি টিকিট। তার কয়েকদিন আগে গত ৫ জানুয়ারি জামুড়িয়ায় জাল টিকিট বিক্রির অভিযোগে ১০ জন গ্রেফতার হয়। তারপর রানীগঞ্জ, কুলটি, আসানসোল থেকেও কয়েকজন গ্রেফতার হয়।তারপর গত ২১ ফেব্রুয়ারি তারকনাথ দিয়াশী নামে একজনকে লাউদোহার নতুনডাঙা এলাকা থেকে জাল টিকিট সহ গ্রেফতার করে।তারপর এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, এই জাল লটারি টিকিটের উৎপত্তি কোথায়? কোথা থেকে আসছে এসব টিকিট। কে বা কারা জড়িত? জানা গেছে, ঝাড়খন্ড থেকে কোন অসাধু চক্রের মাধ্যমে এধরনের জাল টিকিট এরাজ্যে আসছে। সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল-দুর্গাপুর, অন্ডাল, জামুড়িয়া এলাকায় রমরমা কারবার শুরু করেছে ওই চক্র। অভিযোগ টিকিটের পুরস্কার উঠলে তার কোন মূল্য পাওয়া যায় না। শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হয়।পুলিশ জানিয়েছে,’ জাল লাটারি টিকিটের সঙ্গে নগদ ২৩৫০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মূল চক্রের হদিশ জানতে ধৃতকে হেফাজতে নেওয়া হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’

এক লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ হতে চলেছে : মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : আসাম পুলিশের বিভিন্ন শাখায় ৫,৫৬৩টি শূন্যপদে চাকরির বিজ্ঞাপন জারি করেছে হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকার।

বিজ্ঞাপন জারির পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, ‘অসম সরকার বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থাপনে প্রতি সর্বদা দায়বদ্ধ। এক লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, শীঘ্র তা সম্পূর্ণ হবে। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ হতে আর দূরে নেই আমার সরকার। আজ আসাম পুলিশের ৫,৫৬৩টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। চলতি অক্টোবরেই সরকারি অন্য বিভাগে প্রায় ১৫ হাজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন জারি হবে।’ পাশাপাশি ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ন্নদ্মন্তুথন্নখদ্বহদ্রু লিংকের মাধ্যমে রাজ্যের যুবক-যুবতীদের আবেদন জানাতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

যে সব শূন্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে —

আসাম পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (ইউবি) পদের জন্য ১৪৪, আসাম পুলিশ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সাব-ইন্সপেক্টর (এবি)-পদের জন্য ৫১টি, আসাম পুলিশ রেডিও অর্গানাইজেশনে (এপিআরও) সাব-ইন্সেপক্টব. (কমিউনিক্যাশন)-এর ৭, আসাম পুলিশের হিলস ট্রাইব ক্যাটাগরির জন্য কনস্টেবল (ইউবি)-এর ১১৪টি এবং কনস্টেবল (এবি) (ব্যাকলগ) পদে একটি, আসাম পুলিশের কমান্ডো ব্যাটালিয়নের জন্য কনস্টেবল (এবি)-এর ১৬৪টি, আসাম পুলিশ কনস্টেবল (ইউবি)-এর ১৬৪৫টি, আসাম পুলিশের কনস্টেবল (এবি) ১৩০০টি এবং এপিআরও কনস্টেবল (ইউবি)-এর একটি, আসাম পুলিশ কনস্টেবল (কমিউনিক্যাশন)-এর ২০৪টি, কনস্টেবল (ডিসপ্যাচ রাইডার) দুটি, কনস্টেবল দুটি (মেসেঞ্জার) এবং এপিআরও কনস্টেবল (কার্পেন্টার)-এর দুটি।

এভাবে ডিজিসিডি ও সিজিএইচডি-এর অধীনে সহকারী উপ-নিয়ন্ত্রক, সিভিল ডিফেন্স (জেআর)-এর একটি এবং সিভিল ডিফেন্স ডেমোনস্ট্রেটর/ ওয়্যারলেস অপারেটর ১২টি, আসাম ডিরেক্টরেট অব সিভিল ডিফেন্স এবং হোমগার্ডের অধীনে হাভিলদার (নন-গ্যাজেটেড, গ্রেড-৩)-এর দুটি, আসামের কারা বিভাগে ট্র্যাক্টর অপারেটরের পদ ১, নার্সের ১, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ২, চারটি শিক্ষক পদ, দুটি ক্রাফট প্রশিক্ষক এবং একটি ট্র্যাক্টর অপারেটরের পদ।

এছাড়া আসাম পুলিশে ড্রাইভার কনস্টেবলের ৬৫৪টি, আসাম পুলিশের বোটম্যানের ৫৮টি, অগ্নি ও আপৎকালীন পরিষেবার অ ধী ে ন ক ু ক (এসডিআরএফ)-এর ১০টি, আসাম কমান্ডো ব্যাটালিয়নের গ্রেড-৪ স্টাফ ৫৪টি, (রাঁধুনি ২৬, নাপিত ১২, জল বাহক ৩, ধোবি ১১ এবং মুচি ২), গ্রেড-৪ ৫৩টি (রাঁধুনি ৭, জল বাহক ২৪, ধোবি ১৪, নাপিত ২, ইলেকট্রিশিয়ান ২, প্লাম্বার ১, রাজমিস্ত্রি ১ এবং দর্জি ২)।ডিজিসিডি এবং সিজিএইচডির অধীনে গ্রেড-৪-এর ৩৫টি পদ (রাঁধুনি ১৯, জল বাহক ৩, ধোবি ৭, নাপিত ৩ এবং মুচি ৩), আসাম পুলিশের সাফাই কর্মচারীর ৩০টি, আসাম কমান্ডো ব্যাটালিয়নে সাফাই কর্মচারী ২, কারা বিভাগের অধীনে সাফাই কর্মচারী ২ এবং ফরেনসিক সায়েন্স অধিকরণের অধীনে তিনটি সুইপারের পদ।

হাইলাকান্দিতে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রামের আবেদন পত্র আহ্বান

হাইলাকান্দি (অসম) ৭ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম - ২০২৩-২৪ আগামী ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ ইং থেকে ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ইং পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই কার্যসূচীর অন্তর্গত অসমের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ওয়ার্ড, ভিসিডিসি, এমএসসি পর্যায়ে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের অফলাইনে আবেদন পত্র ১০ অক্টোবরের মধ্যে জিপি কার্য্যালয় অথবা পৌরসভা কার্য্যালয় অথবা খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয়ে জমা দিতে হবে। এতে বয়স ভিত্তিক তিনটি গ্রুপ যথাক্রমে ১২ বছর থেকে ১৮ বছর, ১৯ থেকে ২৪ বছর ও ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের প্রতিযোগিরা একক সঙ্গীত কিংবা দলগত বিহু এবং পরম্পরাগত নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। এতে একক সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে জ্যোতি সঙ্গীত,বিষ্ণুরাভা সঙ্গীত, ভূপেন সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীত।

এছাড়াও সর্বাধিক ১৫ জন নিয়ে দলগত ভাবে বিহু নৃত্য এবং অসমের পরম্পরাগত নৃত্য পরিবেশন করতে পারবেন প্রতিযোগিরা। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার নিয়মাবলির মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতায় কোন ট্রাক ব্যবহার করা যাবে না।শুধু তবলা,হারমোনিয়াম এবং গিটারের সাথে সঙ্গত করতে হবে। এছাড়া যেকোনো বিভাগের গান শুধু মাত্র আয়োজকদের প্রদত্ত সূচী থেকে গাইতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট সাইজ ফটো,বয়সের প্রমাণপত্র, ঠিকানা ইত্যাদি আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। আবেদন পত্র আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে যাবতীয় তথ্য সহ জিপি কার্য্যালয়, পৌরসভা, খণ্ড উন্নয়ন কার্য্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১০ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত বিভাগীয় তরফে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা হবে। সমবেত বিহুনৃত্য এবং পরম্পরাগত নৃত্যের জন্য নিয়মাবলী হচ্ছে নাচের দলে বাদক সহ ১৫ জনের বেশী হতে পারবে না। কোন ও ট্রেক ব্যাবহার করা যাবে না।সর্বাধিক ৩ মিনিটের মধ্যে গান শেষ করতে হবে। শুধু রাজ্য পর্য্যায়ে ৫ মিনিট গাওয়া যাবে। আবেদন পত্রে দলের গ্রুপ ছবি দিতে হবে বয়সের প্রমাণ পত্র সহ। বয়স ভিত্তিক তিনটি গ্রুপে একক সঙ্গীত সমবেত সঙ্গীতের জন্য আবেদন করতে হবে। নাচ ৫ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্য পর্য্যায়ে ৭ মিনিট করে সময় পাওয়া যাবে। প্রতিযোগিতা শুরুর সূচী হলো যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত, ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভিন্ন স্থানে ২৫ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

বিধান সভা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা ১ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে ২০ জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত এবং রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৮ জানুয়ারি থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত। অংশ গ্রহণ কারী দের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। জিপি অথবা ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কারী সবাইকে প্রশংসা পত্র প্রদান করা হবে। বিধান সভা ভিত্তিক ও জেলা ভিত্তিক প্রতিটি বিভাগের বিজয়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার কারীকে প্রশংসা পত্র ও ট্রফি প্রদান করা হবে।রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকারী নগদ ১ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার কারী ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকার কারীকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। সাথে থাকবে প্রশংসা পত্র ও ট্রফি। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই প্রতিযোগিতা কে সফল করে তুলতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

পুলিশ বিভাগকে সিসিটিভি ক্যামেরা প্রদান

করিমগঞ্জ (অসম) ৭ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে শনিবার, সকাল ১১ টায় করিমগঞ্জের জেলা গ্রন্থাগার ভবন প্রেক্ষাগৃহে ‘বেটি বাচাও বেটি পড়াও’ অভিযানের অধীনে এক বার্তালাপ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জের পুলিশ বিভাগকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিসিটিভি ক্যামেরা প্রদান করা হয়। এতে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ অভিযানের অধীনে প্রদান করা এই ক্যামেরা করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত পুলিশ সুপারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন। পাশাপাশি, জেইই ও নিটপরীক্ষায় সফলতা লাভ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মানপত্র প্রদান করে সংবর্ধিত করা হয়।

শনিবার জেলা গ্রন্থাগার ভবনে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে এএসটিসি-র চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস, এডিসি মিনার্ভা দেবী আরামবাম, বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক অনুপ কুমার দাস সহ রিসোর্স পার্সন হিসেবে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সদস্য সচিব মনিকা বড়ো, পাথারকান্দি কলেজের প্রবক্তা ড. মুনমি সইকিয়া, ডায়েটিশিয়ান ডা. মমতা পাল সাহা, যোগাসন প্রশিক্ষক পরমজিৎ চৌধুরী প্রমুখ বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবকরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এর সূচনা করা হয়, তারপর স্বাগত ভাষণ দেন করিমগঞ্জের সহকারি আয়ুক্ত এবং ভারপ্রাপ্ত জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক রূপক মজুমদার। এতে সমাজ কল্যাণ বিভাগের এডিসি মিনার্ভা দেবী আরামবাম বলেন, তিন মাস ব্যাপী চলা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অধীনে মেয়েদের কল্যাণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে বর্তমানে মেয়েদের আত্মরক্ষার টাইকান্ডো প্রশিক্ষণ চলছে। বিদ্যালয়গুলি থেকে বিবিবিপি বা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও চ্যাম্পিয়নদের বাছাই করা হয়েছে। এ দিনের অনুষ্ঠানে ওই চ্যাম্পিয়নদের হাতে সামগ্রী হিসেবে একটি ব্যাগ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ অভিযানের অধীনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে বলে জানান। পাশাপাশি, তিনি করিমগঞ্জ জেলায়ও এই অভিযানের অধীনে বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সামাজিক স্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষা, খেলাধুলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান। অনুষ্ঠানে এএসটিসির চেয়ারম্যান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মেয়েদের কল্যাণে গ্রহণ করা বিভিন্ন প্রকল্পের লাভ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন তিনি মেয়েদের শিক্ষা স্বাস্থ্য আত্মরক্ষায় গ্রহণ করা পদক্ষেপ গুলির প্রশংসা করেন এবং বিভাগের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার খাতিরে প্রদান করা সিসিটিভি ক্যামেরা খুবই উপযোগী হবে বলে মত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, তিনি মেয়েদের যে কোন ধরনের হেনস্তার ক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বন না করে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ দায়ের করতে আহ্বান জানান। যাতে ওই হেনস্তাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সহ ভবিষ্যতে এ ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।অনুষ্ঠানে পুলিশ অধীক্ষক বলেন অপরাধী গতিবিধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে করিমগঞ্জ শহরের বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যে ২৫ টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, তিনি মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে এই ক্যামেরা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি সময় সময়ে পুলিশ বিভাগে ও মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের সমন্বয়ে মেয়েদের সুরক্ষায় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন জেলার প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে মহিলাদের সুরক্ষার খাতিরে ওম্যান হেল্প ডেস্ক রয়েছে। এছাড়া জাতীয় স্তরে ওয়েব পোর্টাল রয়েছে যাতে অভিযোগ দায়ের করা যায়। অনুষ্ঠানে ডিস্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সদস্য সচিব মেয়ে শিশুদের আইনি অধিকার, হেনস্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পাশাপাশি, যোগাসন, ধ্যান, প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং পড়াশুনায় মনোনিবেশের জন্য এগুলির ভূমিকা নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিস্তৃত আলোচনা করেন যোগাসন প্রশিক্ষক পরমজিৎ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ড. মুনমি সইকীয়া সাইন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ স্ট্যাম নিয়ে আলোচনা করে জানান। এর মাধ্যমে কর্ম ক্ষেত্রে ৪৩ শতাংশ সুবিধা থাকলেও শুধু ১৪ শতাংশ মহিলারাই এক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছেন।

াঙ্গন

এশিয়ান গেমসে ভারতের পদকের সেঞ্চুরির তালিকা, কোন ইভেন্টে কটা পদক

হানঝাউ, ৭ অক্টোবর(হি.স.): ভারত থেকে এবার এশিয়ান গেমসে গিয়েছিলেন মোট ৬৬১জন অ্যাথলিট। তার মধ্যে পুরুষ অ্যাথলিট ৩৩৫ জন এবং মহিলা অ্যাথলিট ৩২৬ জন। এশিয়ান গেমসের ১৩তম দিনে ভারতের ১০০ পদকের স্বপ্নপূরণ হয়েছে। আপাতত কোন ইভেন্ট থেকে কটা পদক এল তা একবার দেখে নেয়া যাক।

শুটিং:
৭টা সোনা, ৯টা রুপো, ৬টা ব্রোঞ্জ। মোট ২২ পদক।

অ্যাথলেটিক্স:
৬টা সোনা, ১৪টা রুপো, ৯টো ব্রোঞ্জ। মোট ২৯টা পদক।

আর্চারি:
৫টা সোনা, ২টো রুপো, ২টো ব্রোঞ্জ। মোট ৯ পদক।

স্কোয়াশ:
২টো সোনা, ১টা রুপো, ২টো ব্রোঞ্জ। ৫টা পদক।

টেনিস:
১টা সোনা, ১টা রুপো। মোট ২টো পদক।

ইকুয়েস্ট্রিয়ান:
১টা সোনা, ১টা ব্রোঞ্জ। মোট ২টো পদক।

ক্রিকেট:
১টা সোনা। (ছেলেরা ফাইনালে)। মোট ১টা পদক।

হকি:
১টা সোনা। (মেয়েরা ব্রোঞ্জ ম্যাচ খেলবে)। ১টা পদক।

কবাডি:
১টা সোনা। (ছেলেরা ফাইনালে)। ১টা পদক।

রোয়িং:
২টো রুপো, ৩টে ব্রোঞ্জ। ৫টা পদক।

বক্সিং:
১টা রুপো, ৪টে ব্রোঞ্জ। মোট ৫টা পদক।

সেলিং:
১টা রুপো, ২টো ব্রোঞ্জ। ৩টে পদক।

ব্যাডমিন্টন:
১টা রুপো, ১টা ব্রোঞ্জ। ২টো পদক।

ব্রিজ:
১টা রুপো।

গল্ফ:
১টা রুপো।

উসু:
১টা রুপো।

রেসলিং:
৫টা ব্রোঞ্জ।

রোলার স্পোর্টস:
২টো ব্রোঞ্জ।

কেনোইং:
১টা ব্রোঞ্জ।

সেপাক টাকরো:
১টা ব্রোঞ্জ।

টেবল টেনিস:
১টা ব্রোঞ্জ।

পুরুষ অ্যাথলেটিকস থেকে:
১২টা সোনা, ১৭টা রুপো, ১৮টা ব্রোঞ্জ। মোট ৪৭ পদক।

মহিলা অ্যাথলেটিকস থেকে:
৯টা সোনা, ১৬টা রুপো, ১৯টা ব্রোঞ্জ। মোট ৪৪ পদক।

মিক্সড টিম ইভেন্ট থেকে:
৪টে সোনা, ২টো রুপো, ৩টে ব্রোঞ্জ। মোট ৯টা পদক।

উদয়পুরে দাবা প্রতিযোগিতা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।।প্রাইজমানি অনূর্ধ-১৪ দাবা প্রতিযোগিতা রবিবার। খেলা হবে উদয়পুরের গিরিধারী পল্লির ফ্লাওয়ার্স ক্লাবে। মহকুমা দাবা সংস্থার উদ্যোগে। সহযোগিতায় মেট্রিক্স চেস আকাদেমি। ওই দিন সকাল সাড়ে ৯ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। মোট ৫ রাউন্ডের আসর হবে। আপাতত ৪০ জন দাবাড়ু আসরে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু ২০ জন রয়েছে। আসরের সেরা দাবাড়ু প্রাইজমানি বাবদ পাবে ১ হাজার টাকা। এছাড়া অনূর্ধ-৮,১০ এবং ১২ বিভাগের প্রথম ৫ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে। মহকুমা দাবা সংস্থার সভাপতি জয়পদ সাহা জানান,'মহকুমার দাবাড়ুদের উন্নতির কথা মাথায় রেখে এখন থেকে প্রতি মাসেই হচ্ছে ওই আসর। বিশ্বাস করি, এতে লাভবান হবে মহকুমার দাবাড়ুরা'। খেলা পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবিটর প্রদীপ কুমার রায়।

NOTIFICATION

It is hereby notified that the date for online application in connection with "Merit Award to the Meritorious ST Students" through Beneficiary Management Ecosystem (BMS) Portal (https://bms.tripura.gov.in) is hereby re-launched for the Financial Year 2023-2024 as per dates mentioned below: -

1	Institute Nodal Officer (INO) can submit Students application	10th October, 2023 to 31st December, 2023
2	Verification of online application by the District Nodal Officer (DNO)	10th October, 2023 to 10th January, 2023 (Verification should be completed by this period)
3	Verification of online application by the State Nodal Officer (SNO)	10th October, 2023 to 20th January, 2023 (Verification should be completed by this period)

2. This Notification should be brought to the notice of all eligible students by all the respective Sub-Divisional Welfare Officers/ District Education Officers/ Head of the Institutions.
3. All the Institute Nodal Officers (INO) of Govt./Govt. Aided/ Private Institutes are requested to submit the students application as early as possible and complete within the stipulated period positively.
4. All the District Nodal Officers (DNOs) are also requested to verify & approve all the eligible applications at least once a week.
5; The disbursement of scholarship will be done simultaneously at least once in 2(two) weeks. Error free genuine application submitted earlier shall be sanctioned at the earliest.

(S. Prabhu, IFS)
Director, Tribal Welfare,
Govt. of Tripura.

ICA/D-1092/23

PNIeT No.: 19/EE/UDP-DIVN/UDP/2023-24 Dated. 30.09.2023

The Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, Udaipur, Gomati Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites item rate e-tender for the following work:
1. Name of work:- - Installation of various articles/Items for setting up of Vulnerable Witness Deposition Centres(VWDC) at District & Session Judge Office building, Udaipur, Gomati, Tripura during the year 2022-23.
4. Estimated Cost: - Rs/- 4,05,300.00
2. Earnest Money :-Rs/- 8,106.00
3. Bid Fee:- Rs/-1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 19.10.2023 upto 3:00 PM
5. Opening of Bid : 20.10.2023 at 02.00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-26.09/23

(Er. H Majumder)
Executive Engineer
PWD(R&B) Udaipur Division
Gomati District, Tripura

NO.F.3(106)-SF(SDR)/DEV/E-TENDER/2023-24/ 1123-26 Dated, Agartala the 06/10/2023

Press Notice Inviting Re - E – Tender (2nd Call)

On behalf of the Governor of Tripura, the Re - E – Tenders (NIT wise) **Quick Lime** are invited by the undersigned for procurement & distribution to beneficiaries of **Dukli R.D. Block & A.M.C. Area of Sadar, Sub-Division** under the establishment of **Superintendent of Fisheries, Sadar, Sub – Divisions** of the West Tripura District.

NIT NO.	ITEMS FOR WHICH E – TENDER IS INVITED	QUANTITY	TENDER VALUE (RS. IN LAKHS)	NECESSARY DATES & TIME
1	2	3	4	5
NO.F.3(106)-SF(SDR)/DEV/E-TENDER/2023-24/ 1123-26	Quick Lime	4.5 M.T.	Rs. 0.675/-	i. Bidding documents can be downloaded From 11th October, 2023 from 15:00 Hours. ii. Last date of online submission of Re - E – Tender up to 19th October, 2023 up to12:00 Hours. Times are as per clock time of E – Procurement website https://www.tripuratenders.gov.in

The bidders have to get details of the NITs & apply online by visiting the web site https://www.tripuratenders.gov.in No. Bid will be accepted in off – line mode.

06/10/23
(NIRUPAM DAS)
Superintendent of Fisheries
Sadar, Agartala

ICA/C-2601/23

NOTICE INVITING QUOTATIONS (NIQ)

College of Agriculture, Tripura invites quotation: from bonafide registered supplier/citizen/ supply agencies for procurement of Vermicompost for the RKVY Project entitled - 'Onion- a potential crop for economic improvement of rural farming community of Tripura' at College of Agriculture, Lembucherra, West Tripura-799210. The interested Company/Supplier/Agency may submit their financial quotation documents at College of Agriculture, Tripura and in leading newspapers in prescrtibed format as follows :-

Sl No.	Technical Specification	Rate (per 5 kg bag)
1.	Vermicompost	

(Dr. T. K. Maity)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

ICA/C-2596/23

দক্ষতার সঙ্গে বুদ্ধির মিশেলে দ্বিমুকুট

জয়ের দোরগোড়ায় এগিয়ে চলো সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।।স্কিল এবং বুদ্ধি, দুই এর মিশেলে এগিয়ে চলো সংঘ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। সকালে অবশিষ্ট ১৪ মিনিটের খেলা শেষে ফরোয়ার্ড ক্লাব প্রথম জয়ের স্বাদ পেতেই এগিয়ে চলো সংঘ হিসেবে কষে নেয়, বিকেলের ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে ঠিক কিভাবে খেলতে হবে। অঘটন ঘটলে তো কিছু করার নেই, তবে যতক্ষণ ম্যাচ হাতের মুঠোয়, ততক্ষণ বুদ্ধি এবং স্কিল এর উপর ভর করে এগিয়ে চলো সংঘ ঠিক গণিতবিদের চিন্তাধারায় প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটে এক গোল এবং শেষার্ধের ২৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোল। তাও সুযোগ সন্ধানী, দুরন্ত এবং নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার মালসোয়াম দুঙ্গার সৌজন্যে। একদিকে দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ, অপরদিকে দুই গোলের ব্যবধানে জয়। ফরোয়ার্ড রামকৃষ্ণ ম্যাচের রেজাল্টে

এ-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
এগিয়ে চলো	২	১	১	০	২-০	৪
ফরোয়ার্ড	২	১	১	০	১-০	৪
রামকৃষ্ণ	২	০	১	১	০-১	১
লালবাহাদুর	২	০	১	১	০-২	১

গু১০/৭, ৮:০৭ ঞ্চপঞ্চ,৯১ ৯৪৩৬১ ২০৩০৫:

এগিয়ে চলো-২ (মালসোয়াম-২) লালবাহাদুর-০

ফরোয়ার্ড ন্যূনতম গোলে জয় পেয়েছে। স্বাভাবিক কারণে নিখুঁত হিসেবে তৃতীয় রাউন্ডের খেলার আগে এগিয়ে চলো সংঘ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। আলাদা একটা মনোবল পুঁজি করে এগিয়ে চলো সংঘ তৃতীয় রাউন্ডে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে। লক্ষ্য একটাই, ভালো খেলার মধ্য দিয়ে অন্ততপক্ষে ন্যূনতম গোলে জয় কেন! ম্যাচ ড্র হলেই কিন্তু এগিয়ে চলো সংঘ চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়ে যাবে। গতবারের মতো এবারও দ্বিমুকুট চলে আসবে এগিয়ে চলো-র ঘরে। পক্ষান্তরে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেতে হলে, জয় ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত শনিবারের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ ২-০ গোলে পরাজিত করে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারকে। ওই জয়ের ফলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্ম ভাবে পয়েন্ট তালিকায় ফরোয়ার্ডের সঙ্গে শীর্ষে রয়েছে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। এদিনের ম্যাচের ব্যবধান আরও বাড়তে পারতো। রাজীব সাধন জমাতিয়া এবং সোরখাম বাই এর নেওয়া দুটি শট যদি ক্রশবারে লেগে প্রতিহত না হত। নিশ্চিত দুটি গোল থেকে বঞ্চিত হয় শিল্ড জয়ী দল। খেলার শুরু থেকেই এগিয়ে চলো ম্যাচ দখলে নেয়। অপরদিকে লালবাহাদুরের মাঝমাঠের ফুটবলাররা আগোছালো ফুটবল খেলতে থাকে। এরই সুযোগে প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া দুর্দান্ত শটে গোল করে এগিয়ে চলো সঙ্ঘকে ১-০ তে এগিয়ে দেন মালসোয়াম দুঙ্গা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোল বাড়ানোর দিকে নজর দেয় এগিয়ে চলো। অপরদিকে লালবাহাদুরের আক্রমণভাগের ফুটবলার শ্যাম কুমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান গোল পরিশোধের জন্য। ওই অর্ধে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠে। প্রতি আক্রমণে গিয়ে ম্যাচের শেষ মিনিটে মালসোয়াম দুঙ্গা নিজের এবং দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন ২-০। শেষ পর্যন্ত জয় পেয়ে মূল্যবান ৩ পয়েন্ট তুলে নেয় কর্ণেন্দু দেববর্মার এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। দারুনভাবে রাজীব সাধনের প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলো সঙ্ঘ ভালো ফুটবল খেলে মাঝমাঠ দখলে রাখে। প্রশিক্ষক কর্ণেন্দু দেববর্মা বলেন, 'এই জয় খুব জরুরি ছিলো। তবে ২ গোলে জয় পাওয়ায় কিছুটা এগিয়ে থেকেই ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামবো'। অপরদিকে লালবাহাদুর কোচ সুজিত ঘোষ বলেন, 'প্রথম দিকে অগোছালো ফুটবল খেলার জন্যই পরাজয়'। ম্যাচটি পরিচালনা করেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস।

শঙ্কা কাটলো ত্রিপুরা ফুটবল সংস্থার সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে রাজ্য দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে, সন্তোষ ট্রফিতে ত্রিপুরা দল খেলবে। শুধু তাই নয়, যে করেই হোক টি এফ এ-র পক্ষ থেকে ২২ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দলের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী সন্তোষ ট্রফির জন্য রাজ্যদলের ফুটবলারদের নাম ঘোষণা করলেও যুগ্ম সচিব কৃষ্ণপদ সরকার ঘোষণা করেছেন অফিসিয়াল চারজনের নাম। সন্তোষ ট্রফিতে রাজ্য দলটি হল: জয় কিষান ঘাষি, অলক জমাতিয়া, রাজ চন্দ্র জমাতিয়া, বিশাল জমাতিয়া, চুকথার জমাতিয়া, রজনীকান্ত ত্রিপুরা, বিকন চাকমা, হাইয়ুং জমাতিয়া, লাল ভেংগা ডার্লং, সঞ্জীব শীল, লাইসরাম সুরজ মাইতি, এথেঙ্গবাম সুরজ সিং, মনীশ দেববর্মা, মইনুদ্দিন, পহর দেববর্মা, সমরজিৎ দেববর্মা, ইমরান হোসেন, ভক্তিপদ জমাতিয়া, বিলাস দেববর্মা, আজমল রিয়াজ, বীরু দেববর্মা, রাজিব সিংহ। অফিসিয়াল: হেড কোচ দীনেশ কুমার প্রধান, এসিস্ট্যান্ট কোচ আবু তাহের, গোলকিপার কোচ ইন্দ্রনীল ঘোষ, ম্যানেজার আবু তাহের মজুমদার। উল্লেখ্য, ফুটবলার ও অফিসিয়াল সহ ২৬ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল আগামী ১১ অক্টোবর, বুধবার বিমানযোগে মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সেখানকার কোলাপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারকার ৭৭ তম জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তথা সিনিয়র পুরুষদের সন্তোষ ট্রফি ২০২৩-২৪ টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরার অবস্থান এফগ্রুপে।গ্রুপ লীগে পাঁচটি ম্যাচ খেলবে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, আন্দামান-নিকোবর, অন্ধ্রপ্রদেশ ও লাক্ষাদ্বীপের বিরুদ্ধে।

জাতীয় জুনিয়র গার্লস ফুটবলে ২য় ম্যাচে অন্ধ্রে হোঁচট ত্রিপুরার

অন্ধ্রপ্রদেশ: ৮ ত্রিপুরা: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। দ্বিতীয় ম্যাচে দারুন হোঁচট খেলো ত্রিপুরা। উদ্বোধনী ম্যাচে চন্ডিগড় কে ৩-০ গোলে হারানোর রেশ কাটতে না কাটতেই পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান থেকে ছিটকে ত্রিপুরার অবস্থান এখন তৃতীয় শীর্ষে। কেননা দ্বিতীয় ম্যাচে চন্ডিগড় আজ, শনিবার ১-০ গোলে পন্ডিচেরিকে হারিয়েছে।

জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল : গ্রুপ লিগ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
অন্ধ্রপ্রদেশ	২	২	০	০	১১-১	৬
চন্ডিগড়	২	১	০	১	১-৩	৩
ত্রিপুরা	২	১	০	১	৩-৮	৩
পন্ডিচেরি	২	০	০	২	১-৪	০
লাক্ষাদ্বীপ	০	০	০	০	০-০	০

অপরদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের কাছে শূন্য-আট গোলে ত্রিপুরার পরাজয়ের কারণে গোল ব্যবধানের নিরিখে রাজ্য দলকে একধাপ পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্য দলের মেয়েরা অনেকটা ছন্নছাড়া খেললে অন্ধ্রপ্রদেশের নন্দিনী একাই যেন ত্রিপুরাকে গ্রাস করে ফেলে। নন্দিনীর হ্যাটট্রিক অন্ধ্রপ্রদেশকে ৮-০ গোলে জয় এনে দেয়। ত্রিপুরার পরবর্তী ম্যাচ ৯ অক্টোবর পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে।

জোলাইবাড়ীতে ফুটবল সেমিতে আজ লাভামনি - লক্ষ্মীছড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।।জোলাই বাড়িতে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন অন্তিম পর্যায়ে। আগামীকাল প্রথম সেমিফাইনালে, বেলা ২ টায় জোলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে, মুখোমুখি হবে লাভামনি ফুটবল একাদশ, কলসীমুখ ও শক্তিশালী লক্ষীছড়া ফুটবল একাদশ। এদিকে আগামীকাল খেলা দেখার জন্য যে টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অগুনিত ফুটবল প্রেমী দর্শকদের কথা মাথায় রেখে, উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে তা বাতিল করা হলো। আগামী ৯ তারিখ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অংশ নেবে বনকুল ফুটবল একাদশ ও অলহিরো ফুটবল একাদশ। আগামী ১২ তারিখ ফাইনাল খেলা হবে। চ্যাম্পিয়ণ দল পাবে ৫০ হাজার ও রানার্সআপ দল পাবে ৩০ হাজার, সঙ্গে থাকবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ নানা পুরুষ্কার। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা স্বামীর

বাসন্তী, ৭ অক্টোবর (হি. স.) স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর সোনাখালি এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম আমিনা মোল্লা বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী সফিকুল মোল্লা পলাতক। এ বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আমিনার বাপের বাড়ির সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, পারিবারিক অশান্তির জেরে বেশ কিছুদিন যাবৎ বাপের বাড়িতে থাকছিলেন ওই গৃহবধূ। কিন্তু এদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ শশুরবাড়িতে এসে হাজির হন সফিকুল। সেখানে গিয়ে প্রথমে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করতে থাকে। তার মধ্যেই হঠাৎ করে ধারালো অস্ত্র বের করে আমিনাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে সে। আমিনার চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। রক্তাক্ত অবস্থায় আহত ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে তাঁর পরিবার। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। সঠিক কি কারনে এই ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।

রাবার বাগান থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এক মহিলা। ঘটনায় বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে রাবার বাগান থেকে। মৃত মহিলার নাম সবিতা সাহা, বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। জানা যায়, বাড়ির পাশের রাবার বাগানে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে সবিতা সাহা। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ সাহার স্ত্রী সবিতা সাহা দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন।এরই মধ্যে বাড়ির সকলের নজর এড়িয়ে এইদিন বাড়ির পাশের রাবার বাগানে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন সবিতা সাহা। পরে পরিবারের লোকজন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মৃত মহিলার মেয়ের বক্তব্য সবিতা সাহা দীর্ঘ দিন ধরে রোগে ভুগছিল। পরিবারের কোন ধরনের অশান্তি ছিল না। রোগের কারনে মানসিক অবসাদ থেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সবিতা সাহা। তবে ময়না তদন্তের পর স্পষ্ট হবে খুন ,নাকি আত্মহত্যা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

যানজট মুক্ত করতে নাগিছড়ায় ফিস ট্রানসিপ প্ল্যান্টে উদ্বোধন ১২ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। আগরতলা শহরের বাজার গুলিতে যানজট সৃষ্টি করে মাছের গাড়ি আনলোড করার সংস্কৃতি রদ করতে চলেছে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ। আজ নাগিছড়া এলাকার পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এ বিষয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বটতলা ও মহারাজগঞ্জ বাজারে বহিঃরাজ্য থেকে মাছ নিয়ে আসা গাড়ি গুলি এখন থেকে আর মাছ আনলোড করতে পারবে না। বহিঃরাজ্য থেকে মাছ নিয়ে আসা গাড়িগুলি মাছ আনলোড করার জন্য শহরের অদূরে নাগীছড়ায় ব্যবস্থা করা হয়েছে।সেখানে বহিঃরাজ্য থেকে মাছ নিয়ে আসা গাড়ি গুলির চালক ও সহচালকদের থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে। সেখানে সকল ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় করে। সেখানে সোসাইটি করে দেওয়া হয়েছে।এদিন পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন নিগমের কমিশনার শৈলেস কুমার যাদব, কর্পোরেটর বাপি দাস, কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য সহ মহারাজগঞ্জ ও বটতলা বাজারের ব্যবসায়ীরা।এদিন তিনি আরও বলেন, নাগিছড়াস্থিত ফিস ট্রানসিপ প্ল্যান্টটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে ১২ অক্টোবর।মুখ্যমন্ত্রী এই প্ল্যান্টের উদ্বোধন করবেন। আগরতলা শহরকে যান জট মুক্ত করতে এবং বিভিন্ন বাজার গুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ এনসিপি নেতা জয়ন্ত পাতিল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : বিধায়কদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে শীর্ষ আদালতে দ্বারস্থ হলেন এনসিপি নেতা জয়ন্ত পাতিল। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বিদ্রোহী এনসিপি বিধায়কদের অযোগ্য ঘোষণার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন দায়ের করা হয়। সোমবার এনসিপি বিধায়ক জয়ন্ত পাটিল সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছেন।জয়ন্ত পাটিল তাঁর আবেদনে জানান, দুই মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত অধ্যক্ষ এমনকি বিধায়কদের নোটিশও পাঠানো হয়নি এমনকি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবও করা হয়নি। পাতিলের আবেদন অনুসারে, বিধায়কদের অযোগ্য ঘোষণার আবেদন ২ জুলাই দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনে বলা হয়েছিল, আবেদনকারী ব্যক্তিগতভাবে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং এবিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এতকিছুর পরও এখনও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এদিন তাঁর পিটিশনে পাতিল নির্বাচন কমিশনে চলা মামলার কথাও উল্লেখ করে বলেন, বিদ্রোহী বিধায়করা কমিশনে একটি আবেদন করেছেন, যার ভিত্তিতে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শনিবার সিটুর উদ্যোগে পরিবহন দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি নিজস্ব।

ডেমু ট্রেনের দাবি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি বিলোনিয়া, ৭ অক্টোবর।। আগরতলা থেকে সাব্রুম রেল পরিষেবা কে সুগম করার লক্ষ্যে বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের প্রতিক্রিয়া, আজ বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই প্রতিক্রিয়া দেন, দুর্গা পূজার আগেই দক্ষিণে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত চাই ঘোষিত অরেকটি ডেমো ট্রেইনের জোরালো দাবি তুলেন এই বাম বিধায়ক, পাশাপাশি ক্ষোভ ব্যাক্ত করে বলেন সাব্রুম পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস চালু হওয়ার ঘোষণা রেল দপ্তর দেওয়ার পরেও প্রতিশ্রুতি ও ঘোষিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কয়েক মাস অতিক্রান্ত হলে ও রেল দপ্তরের কোন ধরনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, রেল দপ্তরের কাছে দাবী রাখেন পূজোর আগেই রেল দপ্তর তাদের ঘোষিত সিদ্ধান্ত যাতে বাস্তবায়ন করে সাব্রুম পর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস চালু করা , দক্ষিণ জেলার সাবরুম , শান্তির বাজার ও বিলোনিয়া মহকুমার জনগণ বিশেষ উপকৃত হবে এই পরিষেবায়।

আমরা ইসরায়েলের সঙ্গে রয়েছি : মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : ইসরায়েলে হামাস হামলার ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, ইসরায়েলে সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি নিরীহ সেইসব মানুষদের ও তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা, প্রার্থনা জানাচ্ছি যারা এই হামলার শিকার হয়েছেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা ইসরায়েলের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছি।এদিন ইজরায়েলের গাজা উপত্যকায় হামাস সন্ত্রাসবাদীরা রকেট দিয়ে আক্রমণ করেছে। রকেট হামলার পরে জঙ্গিরা ইসরায়েলে অনুপ্রবেশও করে। এখন পর্যন্ত ২২ জন ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এই হামলাকে ''যুদ্ধ'' আখ্যা দিয়ে ইসরায়েল সরকার কড়া ভাষায় জানিয়েছে যে এই হামলার জন্য জঙ্গিদের মূল্য দিতে হবে।এদিকে, ইসরায়েলের ভারতীয় দূতাবাসে বসবাসকারী সকল ভারতীয়কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলায় ২৯ হাজার ৮৪ জন কৃষক উপকৃত

আগরতলা।। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় সিপাহীজলা জেলায় এখন পর্যন্ত ২৯ হাজার ৮৪ জন ক'ষক উপক'ত হয়েছেন। এই যোজনায় জেলার বিশলগড় ব্লকে ৫,৮৮৫ জন, চড়িলাম ব্লকে ২,৪৮৯ জন, জম্পইজলা ব্লকে ৩,৪২১ জন, মোহনভোগ ব্লকে ৬,৬৩১ জন, নলছড় ব্লকে ৩,১৮৩ জন, ব'নগর ব্লকে ৩,৬১৮ জন ও কাঁঠালিয়া ব্লকে ৩,৮৫৭ জন ক'ষক উপক'ত হয়েছেন। এই যোজনায় সুবিধাভোগী ক'ষকদের বছরে ৩ কিস্তিতে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। জেলা ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্যে চালু হচ্ছে রেকর্ড রিটেনশন অ্যাণ্ড ডিসপোজাল পলিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অব্যবহার্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিপত্তির লক্ষ্যে রাজ্যে শীঘই 'রেকর্ড রিটেনশন অ্যাণ্ড ডিসপোজাল পলিসি' চালু হতে যাচ্ছে।এই পলিসির বিষয়বস্তু নিয়ে আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এই পলিসির বিষয়বস্তু সভায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ এই পলিসির বিষয়বস্তুর উপর মতামত ব্যক্ত করেন। এই মতামত ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করেই পলিসির বিষয়বস্তু সংশোধন ও সংযোজন করে তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে। সচিবালয়ের এই সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস শেঠি, প্রাণী সম্পদ ও বিকাশ দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, রাজস্ব দপ্তরের সচিব পুনীত আগরওয়াল, আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় সহায়তায় এক্স হ্যান্ডেলে বৈষম্যের অভিযোগ মমতার

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) :সিকিমে এখনও পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে, নিখোঁজ একশোর উপরে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও বহু মৃত্যুর খবর আসছে। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ৪০। সিকিমের রংপো শহর কাদামাটির নীচে। পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সিকিমকে অর্থ সাহায্য দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একেবারে উল্টো নীতি কেন্দ্রের। এনিয়ে এবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রবল বন্যায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা ভেঙে গিয়েছে। উত্তরের যেসব জলার উপর দিয়ে তিস্তা গিয়েছে সেখানেই তার তাণ্ডব স্পষ্ট। সিকিমকে দেওয়া কেন্দ্রের অর্থসাহায্য নিয়ে শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সিকিমকে কোটি কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ কিন্তু বাংলাকে কেন নয়? একই ধরনের তো বিপর্যয়?রাতে বারবার হড়পা বান। ২৪ ঘণ্টা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছি। রাজ্য সরকারের তরফে ২৫ কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে জিটিএকে। সিকিমের ভাইবোনরা যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ সেই একই বিপর্যয়ের শিকার কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের মানুষজন। পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ চিকেন নেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ। রাজ্যের মন্ত্রী ও আইএএস অফিসারদের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পাঠানো হয়েছে।সেনা ও সিকিম সরকারকে আমরা সাহায্য করেছি এবং ভবিষ্যতেও তা করে যাব। কিন্তু একই ধরনের বিপর্যয়ের জন্য দার্জিলিং, কালিম্পং ও উত্তরবঙ্গের প্রতি এমন ভেদাভেদ কেন? আমরা ভিখারি নই। আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে একই ধরনের আচরণ চাই।শুক্রবারই জিটিএর চেয়ারম্যান অনিত থাপা নবান্নে এসে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেও তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, সিকিমকে টাকা দেওয়া হচ্ছে তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সিকিমের সঙ্গে একই রকম ক্ষয়ক্ষতি যেখানে সেই উত্তরবঙ্গেও কেন টাকা টাকা দেওয়া হবে না।অনিত থাপা মুখ্যসচিবকে অনুরোধ করেন যাতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রে সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে। মুখ্যমন্ত্রী আস সেই কথাই বলেছেন।

ধর্মনগর ফার্মা সাথী অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ অক্টোবর।। ধর্মনগরের জেল রোডের হোটেল উৎসবে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফার্মা সাথী দাম এবং অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডঃ সুপ্রিয় মল্লিক এবং ডেপুটি ড্রাগস কন্টোলার শ্রীমতি কে সিনহা। তাছাড়া উত্তর জেলার ধর্মনগর কাঞ্চনপুর ড্রাগস এন্ড কেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৩৬৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডঃ সুপ্রিয় মল্লিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে স্লোগান তাকে সামনে রেখে রাজ্য হেলথ সার্ভিস কাজ করে চলেছে। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরে রিয়াঙ শরণার্থী শিবির গুলোতে ইদানিং দেহ ব্যবসার কিছু খবর স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে রয়েছে। যেগুলির এইচআইভি অত্যধিকভাবে উত্তর জেলাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার এবং দেহ ব্যবসার ফলে যেভাবে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের কাছে। তার জন্য সবাইকে এগিয়ে এসে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের হাসপাতাল গুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তুলে ধরেন অপারেশন থিয়েটার এবং ব্লাড ব্যাংক যদি চাঙ্গা থাকে তাহলে বলতে হবে স্বাস্থ্যপরিসেবার উন্নতি ঘটছে। তাছাড়া প্রতিটি হাসপাতালে কেমন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা যায় তার উপরও সরকারের দৃষ্টি রয়েছে।

উত্তর জেলা হাসপাতাল ধর্মনগরে অতিসত্বর ট্রমা সেন্টারের উদ্বোধন হবে বলে তিনি জানান। ফার্মা সাথী দাম যে অ্যাপটি উন্মোচন করেছে তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কেমন করে কম দামে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ক্রয় করতে পারবে তার সচেতনতার জন্য এই অ্যাপটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পাশাপাশি উত্তর জেলার বিভিন্ন ওষুধের দোকানে এই অ্যাপের স্টিকার লাগিয়ে মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

হাইলাকান্দির তিনটি জিপিতে কৃষি মেলা

হাইলাকান্দি (অসম) ৭ অক্টোবর (হি.স.).: দক্ষিণ হাইলাকান্দির ব্লকের তিনটি জিপিতে কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের প্রকল্পগুলি প্রদর্শনী করে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রকল্পগুলির সুযোগ যাতে জনসাধারণ নিতে পারেন সে ব্যাপারে সরকারি আধিকারিকরা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন কৃষি মেলায়। ঘাড়মুরা জিপি কার্য্যালয়ে ভেটেনারি বিভাগের ক্যাম্প স্থাপন করে ৭৪টি পশুকে টিকাকরণ করা হয়। পাশাপাশি কৃষি বিভাগের ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি গঠনের জন্য জেনারেল বডি মিটিং কিভাবে করতে হয় তা দেখিয়ে দেওয়া হয়। এতে পিএম কিষান হেল্প স্থাপন করা হয় এবং ৩০ জন কৃষক অংশ নেন।এছাড়া পিএম কিষানের ইকেওয়াইসি কিভাবে সংযোগ করতে হয় তা ১১৬ জন কৃষককে দেখিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৫০ জন কৃষকের কাছ থেকে জমির দলিল সংগ্রহ করা হয় কৃষি বিভাগের প্রকল্পের জন্য। দ্বিতীয় কৃষি মেলাটি আয়োজন করা হয় মণিপুর-নিষ্কর জিপি অফিসে। এতে ২০২৩ সালে খারিফ শস্যের প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার নীতি কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এতে ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, এবং কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ন্যাচারাল ফার্মিং সম্পর্কে আলোচনাও করা হয় এতে। পাশাপাশি সয়েলথ হেলথ কার্ডে নিয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এতে।তৃতীয় কৃষি মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় দারিয়াঘাট-কারিছড়া জিপি অফিসে। এতে কেসিসি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে ৫৬ জন কৃষকের কাছ থেকে কেসিসির জন্য ফরম সংগ্রহ করা হয়।উল্লেখ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন খন্ড হিসাবে বেছে নিয়ে ওই উন্নয়ন খন্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংকল্প সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে দক্ষিণ হাইলাকান্দির জিপি গুলিতে এই কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়।

এসএফআই-টিএসইউ শিক্ষা ভবন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। সরকারি শিক্ষা বাঁচাও- এই স্লোগানকে সামনে রেখে এসএফআই-টিএসইউ শনিবার শিক্ষা ভবন অভিযান সংগঠিত করেছে। তাদের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হলো, শিক্ষা ব্যবসায় বেসরকারীকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। বর্ধিত ফি বাতিল করতে হবে। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি।এদিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষার উপর চরম আঘাত নামিয়ে আনতে শুরু করেছে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শিক্ষাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এর ফলে সকলের জন্য শিক্ষা কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হবে। সার্বজনীন শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষাকে বেসরকারি করুন বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে উভয় সংগঠন।

তাঁরা আরও অভিযোগ করে, বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পের অধীন যেসব স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই সব স্কুলে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে। অনেকের পক্ষেই ফি প্রদান করে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক স্বার্থের কথা চিন্তা করেই শিক্ষা বেসরকারিকরন বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে তাঁরা।

সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শহীদ বীরভূমের জওয়ান, বাকরুদ্ধ পরিবার

ময়ূরেশ্বর, ৭ অক্টোবর (হি. স.) বর্ষার আগে এসেছিলেন বাড়ি। কালী পুজোর সময় ফের বাড়ি আসার কথা বলেছিল স্ত্রী কে। কিন্তু তারমধ্যে এসে গেল মৃত্যু সংবাদ। সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শহীদ হলেন বীরভূমের সেনা বাহিনীর এক জওয়ান। শহীদ সেনা জওয়ানের নাম গোপাল মার্ডি। আকাশ ভেঙে পড়েছে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম নান্দুলিয়ার আদিবাসী পরিবারে। স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল দুবছর আগে বিয়ে হওয়া মাম্পী মার্ডির।শুক্রবার রাতেই পরিবারের তরতাজা ছেলের মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ এসে পৌছেছে সিকিম থেকে। শুধু পরিবারই নয়, গোটা তল্লাট ভেসেছে চোখের জলে। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বিধ্বংসী বন্যায় মৃত্যু হল তরতাজা যুবকের। ঘরে থাকা স্ত্রী, বৃদ্ধ বাবা-মা, দাদা-দিদিরা সংবাদ শুনে হয়েছেন বাকরুদ্ধ।৪ অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গোপাল মার্ডির বাড়িতে তার নিখোঁজ হওয়ার খবর দেওয়া হয়। শুক্রবার রাতে গোপাল মার্ডির বাড়িতে তার মৃত্যুর খবর দেয় ভারতীয় সেনা বাহিনী। গোপাল মার্ডি মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই আদিবাসী অধ্যুষিত নান্দুলিয়া গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া। ২৯ বছর বয়সী গোপাল মার্ডি ২০১৪ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল বিভাগে কর্মরত ছিলেন তিনি। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে বেছেছিলেন দেশরক্ষার কাজ। কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন বিন্নাগুড়িতে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দিনকয়েক আগে তাদের সিকিমের বাবা মন্দিরে পাঠানো হয়। দিন তিনেক আগে তাদের ফিরে আসার কথা ছিল পুরোনো জায়গায়। কিন্তু উথাল বাণে আটকা পড়েন। মঙ্গলবার শেষ কথা হয়েছিল স্ত্রী'র সাথে। তারপর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। উদ্বিগ্ন পরিবার যোগাযোগ করেন উর্দতন কর্তৃপক্ষের সাথে। আশায় আশায় অপেক্ষায় ছিল পরিবার। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।মৃত জওয়ানের দিদি সুমিতা মুর্মু জানিয়েছেন, "আমরা সিইও'র সাথে যোগাযোগ করি। ভাইয়ের কোনও খোঁজই কেউ দিতে পারে নি। অবশেষে আমাদের ফোন করে জানানো হয়েছে যে ভাইয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। হয়ত রবিবার বার দেহ গ্রামে আসবে।" এই খবরে গোটা গ্রাম শোকে ডুবেছে। স্বামীকে হারিয়ে অঝোরে চোখের জল ফেলে চলেছেন স্ত্রী। ২০২১ সালে বোলপুরের শিয়ানের বাসিন্দা মাম্পী মার্ডি সঙ্গে তার বিয়ে হয়।কত স্বপ্ন, কত আবদার মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল।চোখের জল বাঁধ মানছে না। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে একটা কথাই বলে যাচ্ছে এক নাগাড়ে। 'আমি কি করবো বলো গো। 'ঘন ঘন অচৈতন্য হয়ে যাচ্ছে মাম্পী মার্ডি। তিনি বলেন, 'ডিউটি তে যাওয়ার সময় বললো কালী পুজো তে ছুটি পেয়েছি। বাড়ি যাব। আমি খুবই আনন্দ করে অনেক কিছু চাইলাম। বলেছিল এবার বাড়ি যাওয়ার সময় সব নিয়ে যাব।' মঙ্গলবার রাতেও স্ত্রী সঙ্গে কথা বলে গোপাল। কিন্তু ঐ রাতেই হড়পা বানে সব শেষ।সামান্য ক্ষেত মজুর পরিবারের ছেলে গোপাল। বাবা শিবেন টুডু ও মা ছবি টুডু ছেলের ছবি বুকে নিয়ে কপাল ঠুকছে। সদ্য পাকা বাড়ি শুরু করেছিল ছেলেটা। তা আজ অর্ধ সমাপ্ত। বাবা ও দাদা মহাদেব মার্ডি দুজনেই আজও ক্ষেত্র মজুরি করে। অভাবের সংসারে ছোট ছেলেটাই আশার আলো দেখিয়ে ছিল। কিন্তু তাও শেষ হয়ে গেল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।